মেঘনাদবধ নাটক।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্ম তর্কালঙ্কার

প্রণীত।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীকালি দাস সেন কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

সন ১২৯৩ সাল।

উপহার।

মহামহিম

শ্রীযুক্ত জেম্‌স উইল্‌সন সাহেব

কলিকাতাস্থ জেনেরল এসেম্‌ব্লি'জ ইন্‌ষ্টিটিউসনের
কালেজ বিভাগীয় ছাত্রদিগের ইংরাজী ভাষার
অধ্যাপক এবং উক্ত বিদ্যালয়ের
সর্ব্বাধ্যক্ষ মহাশয়
মহোদয়েষু।

মহাশয়!

আমি এই মেঘনাদবধ নাটক খানি সাধারণ প্রচলিত সরল
বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়া মুদ্রিত করিলাম। আপনি
আমার প্রিয়তম ছাত্র, বহু পরিশ্রমে ও অতি প্রযত্নে
অধ্যয়ন করাতে বাঙ্গালা ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া
পুস্তকীয় সাধু বাঙ্গালা ভাষায় খ্যাতি লাভ
করিয়াছেন। এই নাটক খানি এক্ষণে
আপনার স্বয়ং পাঠের উপযুক্ত পুস্তক
বিবেচনা করিয়া আপনকার করে
সমর্পণ করিলাম ইতি।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

মেঘনাদবধ নাটক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এই নাটকে সূর্য্যবংশাবতংস অযোধ্যাধিপতি দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র বিশুদ্ধ-চরিত মহাবীর শ্রীরামচন্দ্র নায়ক এবং মহাবল পরাক্রম লঙ্কেশ্বর রাবণ প্রতিনায়ক থাকাতেই ইহা যে কেবল বীররসে বিরচিত, এরূপ কেহ বোধ করিবেন না। পাঠ করিলে, স্থানে স্থানে অন্য অন্য রস স্পষ্ট প্রতীত হইবে। নাটকে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, ইহাতে সে সমুদায় গুণের অসদ্ভাব নাই, আর যে বিষয়ের অভিনয় নিষিদ্ধ, এমন একটী বিষয়ও সন্নি-বেশিত হয় নাই। অতএব এই নাটক খানিকে একপ্রকার দোষশূন্য বলিলেও বলা যাইতে পারে।

আমি শ্রীযুক্ত নব্য বাবুদিগের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া অঙ্কের মধ্যে গর্ভাঙ্ক এবং যবনিকা পতন প্রভৃতি প্রথা এই নাটকে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, অভিনয়া-ভিজ্ঞ, সুবিজ্ঞ, অভিনব-নাটক-প্রণেতা মহোদয়গণের যে কেহ হউন, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই নাটক খানির সমুদায় অংশ পাঠ করিয়া অভিনেতব্য বোধে কোন সুনিপুণ অভিনেতৃ সম্প্রাদায় সমীপে প্রেরণপূর্ব্বক অন্ততঃ একবার অভিনয়ার্থ অনুরোধ করিলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

স্বপ্রণীত কোন পুস্তকেই আমার নাম উল্লেখ নাই। কেবল বাঙ্গালা পার্হস্থ্য পুস্তক সংগ্রহ সভায় প্রদত্ত রাজাপ্রতাপাদিত্য চরিত্র নামক পুস্তকে আমার নাম আছে, আর সকল পুস্তকই আমার পুত্রদিগের মধ্যে যে কোন এক পুত্রের নাম দিয়া মুদ্রিত করিয়াছি। এই নাটকে নট নটী কথোপকথন প্রসঙ্গে আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকের লেখক বলিয়া পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু আমি কলিকাতার জেনেরল আসেম্‌ব্লি'জ ইন্‌ষ্টিটিউসনের ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক এবং উক্ত বিদ্যালয়ের সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জেম্‌স উইল্‌সন সাহেব মহোদয়কে স্বরচিত পুস্তক পাঠনা দ্বারা সাধারণ লোকের কথোপকথন ভাষা শিক্ষা করাইব, এই অভিপ্রায়ে এই নাটক খানিতে স্বনামের পরিচয় দিলাম ইতি।

কলিকাতা।
জেনেরল এসেম্‌ব্লি'জ কালেজ,
ভাদ্র, সন ১২৮৪ সাল।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুংজাতি।	স্ত্রীজাতি।
রাবণ, লঙ্কার অধিপতি রাক্ষস।	চিত্রাঙ্গদা, রাবণের স্ত্রী, বীরবাহুর মাতা।
ভগ্নদূত, রাবণের সম্বাদক।	বারুণী, লক্ষ্মীর সহচরী।
বীরবাহু, রাবণের এক পুত্র।	মুরলা, ঐ।
সারণ, রাবণের এক জন মন্ত্রী।	কমলা, লঙ্কার রাজলক্ষ্মী।
মেঘনাদ, রাবণের জ্যেষ্ঠপুত্র ইন্দ্রজিৎ।	প্রমীলা, মেঘনাদের স্ত্রী।
	শচী, ইন্দ্রের স্ত্রী।
ইন্দ্র, স্বর্গের রাজা।	ভগবতী, মহাদেবের স্ত্রী।
মন্মথ, কামদেব।	বিজয়া, ভগবতীর দাসী।
রতি-পতি, ঐ।	রতি, কামদেবের স্ত্রী।
মহাদেব, দুর্গার পতি।	মহামায়া, জগতের কারণ।
শূলপাণি, মহাদেব।	বাসন্তিকা, প্রমীলার সখী।
চিত্ররথ, গন্ধর্ব্ব বিশেষ।	উগ্রচণ্ডা, প্রমীলার সহচরী
রাম, দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র।	নৃমুণ্ডমালিনী, ঐ।
লক্ষ্মণ, রামের ভ্রাতা।	সীতা, রামচন্দ্রের স্ত্রী।
হনূমান্, রামের অনুচর।	সরমা, বিভীষণের স্ত্রী।
বিভীষণ, রাবণের ভ্রাতা, রামের পক্ষ।	স্বপ্নদেবী, নিদ্রার দেবতা।
	মন্দোদরী, মেঘনাদের মাতা।
বীরভদ্র, মহাদেবের অনুচর।	ত্রিজটা, মন্দোদরীর দাসী।

মেঘনাদবধ

নাটক।

প্রস্তাবনা।

[নটের রঙ্গ ভূমি প্রবেশ।]

নট। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন পূর্ব্বক) আহা ! এ সভার কি মনোহর শোভা হইয়াছে ! ধনী, মানী, জ্ঞানী, ভাবগ্রাহী, রসগ্রাহী ও গুণগ্রাহী মহোদয়গণ সভাস্থ হইয়া, সভামণ্ডপের অসামান্য শ্রী সম্পাদন করিতেছেন। বিশেষতঃ, মাদৃশ অতিসামান্য জনগণ কর্ত্তৃক অভিনেতব্য নাটকের অভিনয় দর্শন জন্য, ইহাঁরা যে ঘৃণা প্রকাশ না করিয়া, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক উৎসুকচিত্তে অবস্থিতি করিয়া আছেন, এ এক সামান্য মহত্ত্বের কার্য্য নহে, অথবা মহতের লক্ষণই এই ! সে যা হউক, এক্ষণে ইহাঁদিগের অধৈর্য্য দেখা দিতে না দিতেই, একবার প্রেয়সীকে আহ্বান করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা

যাউক্। (নেপথ্যাভিমুখে আহ্বান) প্রিয়ে! এক-বার গজেন্দ্রগমনে এ দিকে আস্তে হবে—কৈ! এখনও যে এলে না? লজ্জা কিসের? শীঘ্র এ দিকে এস। এখন বুঝি সজ্জা হয় নি?

গীত।

রাগিণী পরোজ—তাল ঢিঁমে তেতালা।

রসবতি রঙ্গে, এস রস রঙ্গে—
তুষিতে রসিক জন, রসের তরঙ্গে।
সুজন মণ্ডিত সভা, ভ্রমর নিকর শোভা,
সঙ্গীত কমল আভা, ভাবের প্রসঙ্গে ॥ ১ ॥
তোমার মধুর স্বর, গুণিগণ মনোহর,
রাগ মান দীপ্তিকর, সদা তব সঙ্গে ॥ ২ ॥

[গীত গাইতে গাইতে নটীর প্রবেশ।]

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়্খেমটা।

ওহে রসরাজ, আজ কেন ডাকলে আমারে।
মনো লোভা [illegible] বন শোভা,
কুঞ্জ হেরি, নানা শোভা,
সে সব ছাড়িয়ে [illegible]
লোক সমাজে ॥

প্রফুল্ল কুসুম বাসে, চতুর্দ্দিকে আমোদিছে,
পীক কুল গাইছে, কুমুদি সরোবরে হাসে,
এমন সময়ে আমায়, কেন ডাকিলে ॥

নটী। সে যা হক্, প্রাণনাথ! তুমি এখন আমায় কেন ডাক্লে বল দেখি?

নট। প্রিয়ে! সাধ করে কি ডেকেছি? দেখ দেখি একবার সভার দিকে চেয়ে দেখ দেখি। কত বড় বড় মান্য মহোদয়গণ সমবেত হয়েছেন। এঁদের তুষ্টির জন্য সামান্য বিলাসসুখ ত্যাগ কর্তে কাতর হওয়া কি তোমার উচিত? তাঁহারা সকলেই একটি অভিনয় দর্শনে মহা ইচ্ছুক। এক্ষণে বল দেখি কোন্ বিষয় অভিনয় করা যায়।

নটী। আমি আবার কি বল্বো? আমি স্ত্রী লোক, হাজার হোক মূর্খ জাতি। আমি তোমায় আবার কি বলিয়া দিব? তুমি যা বল্বে আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি, তাহা যদি না করি, তবে তো তুমি বল্বে যে "যা বল্লাম তা কল্লে না, তবে আবার আমার উপর নির্ভর কেন?

নট। (স শিরশ্চালনে) তবে যা বল্বো তাই অভিনয় কর্বে।

নটী। (স [illegible]লনে) কর্বো।

নট। (স শিরশ্চালনে) কর্‌বে।

নটী। ,, কর্‌বো।

নট। ,, কর্‌বে।

নটী। ,, কর্‌বো।

নট। এই সভামধ্যে তিন সত্য কর্‌লে, দেখিও এখন যদি আমার কথার অন্যথা কর, তবে অপমানের আর সীমা থাকিবে না।

নটী। (সরোষে) আর বৃথা বাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন নাই, এক্ষণে শীঘ্র অনুমতি কর কি অভিনয় কর্‌তে হবে ?

নট। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত সুপ্রসিদ্ধ রত্নাবলী নাটক খানি অভিনয় কর্‌লে হয় না ?

নটী। না, না, তাহা অত্যন্ত পুরাতন হয়েছে ও দেশ বিদেশে তাহার অভিনয় হয়ে গিয়েছে।

নট। তবে, মন্মোহন বাবু কৃত প্রণয়পরীক্ষা—

নটী। নাটক খানি ভাল বটে,—কিন্তু তাহাও অনেক স্থানে অভিনয় হয়ে গিয়াছে, আবার দেশের লোকদিগের পুরাতনে যে শ্রদ্ধা, তাহাতে কি সভাস্থ লোকদিগের মন সন্তুষ্ট হবে ?

নট। তাহাও বটে, তবে কোন নাটক অভিনয় করা যায়, (স্বগত) যে নাটকের নাম করি, তাহারই একটা না একটা ছল্ বার্ করে ফ্যালে, ভাল

বিপদে পড়েছি, সভামধ্যে আর অপমান কি সহ্য হয়? ভাল আর একবার দেখা যাক্ (প্রকাশ্যে) ভাল তবে তুমিই কেন বল না, যে কোন্ নাটক অভিনয় কর্‌লে, সভাস্থ সকল লোকে সন্তোষ হইতে পারে?

নটী। এমন নাটক অভিনয় কর্‌তে হবে যাহা কখন হয় নাই ও ইতিমধ্যে হইবারও সম্ভাবনা নাই, এমন এক নূতন নাটকের নাম কর। তুমি কি যান না? এক্ষণে নব্য সম্প্রদায়ে নূতন পাইলে, পুরাতন চান না, তোমাকে কি আবার আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে?

নট। (অধোবদনে) না, না, শিখিয়ে দিতে হবে কেন? তবে কি যান, নূতন কোন্ নাটক অভিনয় কর্‌বো তা মনে হচ্চে না, দূর হগ্‌গে ছাই মনে হয় হয়, হয় না, (ক্ষণিক চিন্তা) হেঁ হেঁ মনে হয়েছে, বেশ মনে হয়েছে। নাটক খানি নূতন এবং লেখকও নূতন বটে, কিন্তু অধুনাতন যুবকেরা লেখক নূতন চান না, বরঞ্চ লেখক পুরাতন হইলেই ভাল হয়, কিন্তু হায়! ভাল ভাল পুরাতন লেখকের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে, সুতরাং নূতন লেখক না হইলে আর চলে না বলিয়া এই নাটকের নূতন লেখক হইল।

নটী। বৃথা বাগাড়ম্বরে কায নাই, রাত্রি কি হয় নাই। এক্ষণে শীঘ্র বল, কোন্‌টী অভিনয় কর্‌তে হবে নচেৎ আমি চল্লাম (গমনোদ্যম)।

নট। (নটীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) প্রিয়ে কোথায় যাও, তোমার এত রাগ, দেখ দেখি সভামধ্যে কত মহোদয়গণ ধৈর্য্য ধরে রয়েছে আর তোমার মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহ্য হয় না, এতেই স্ত্রীলোকদিগকে সকলে নিন্দা করে।

নটী। আচ্ছা মুহূর্ত্তেক মধ্যে যদি না বল, তবে আর আমি থাক্‌তে পারবো না, প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম।

নট। তবে শোন, মহাত্মা ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত কৃত মেঘনাদবধ কাব্য খানি মূলস্বরূপ অবলম্বন করিয়া সম্প্রতি শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিয়া অভিনয়ার্থ আমাদিগকে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা অভিনয় করিলে, বোধ করি, সভাস্থ লোকদিগকে সন্তোষ করিতে পারিব, প্রিয়ে! এক্ষণে তোমার মত কি ?

নটী। প্রাণনাথ বেশ বলেছ, মহাত্মা ৺ মাইকেল কৃত মেঘনাদ বধ কাব্য খানি এত মনোহর ও মধুররসে পরিপুর্ণ যে, তাহা যত বার পাঠ করা যায়, তত বারই কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ করে, সুতরাং সকলেই উহা বার বার পাঠ করিয়াও পরিতৃপ্ত

নহে। এমত কাব্য খানি নাটকাকারে অভিনীত হইলে যে সকলে সন্তোষ সাগরে নিমগ্ন হবে তাহার আর সন্দেহ নাই, অতএব ঐ নাটক খানিই অভিনয় করা যাক্। যশঃ বা অযশঃ অদৃষ্টের লিখন, যদি অদৃষ্টে থাকেত অবশ্যই হইবে, নচেৎ এই পর্য্যন্ত—তবে আর কাল বিলম্বের প্রয়োজন কি? চল যাই, উভয়ে বেশ বিন্যাস করে আসিগে।

(উভয়ের প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

নেপথ্যে সাম্প্রদায়িক বাদ্য।

প্রথম অঙ্ক।

(প্রথম গর্ব্ভাঙ্ক।)

রক্ষঃপুরী—রাজসভা।

রাবণ পাত্র মিত্রগণে বেষ্টিত হইয়া রত্নসিংহাসনে আসীন।

যবনিকা উত্তোলন।

(শোণিতার্দ্র কলেবরে ভগ্ন দূতের প্রবেশ।)

ভঃ দূঃ। (কর যোড়ে) মহারাজ! বীরচূড়ামণি বীর-বাহুও সমরে প্রাণ ত্যাগ করেছেন।

রাবণ। (সজল নয়নে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত) হায়! এ মর্ম্মভেদী সমাচার নিশি স্বপ্নের মত বোধ হচ্ছে, যার ভুজ-বলে দেবতারাও কাতর, আজ সেই বীরশ্রেষ্ঠ বীরবাহুকে বল্কলধারী ভিক্ষাচারী রাম, সম্মুখ সমরে বধ করেছে, হা বিধাতঃ! তুমি কোমল পুষ্প দ্বারা শাল্মলী বৃক্ষ ছেদন কল্লে, হা পুত্র বীরবাহো! এত দিনের

পর কি তোমা ধনে একেবারে বঞ্চিত হলাম, হায় রে! আর কে, এ কাল সময়ে আমার সম্মান রক্ষা করবে, হা অভাগা সূর্পণখা কি কুক্ষণেই তুই সেই কাল সাপিনী সীতাকে দেখে ছিলি, হায় আমি ক্যান সেই প্রজ্বলিত অগ্নি-শিখা-সম জানকীকে এ সোণার লঙ্কায় আনিলাম (রোদন)।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল ঠেকা।

শুনালে কি সমাচার, নিশির স্বপন সম।
মরিয়াছে বীরবাহু, বাহু বলে অনুপম ॥
হায় আমি কি করিলাম, কেন বা সীতা হরিলাম,
নিজ দোষে মজাইলাম, স্বর্ণলঙ্কা নিরুপম।
একে একে বীর যত, সকলে তো হলো হত,
এত দিনে শির নত, হলো গেল মান মম।
আমি চির জয়ী রণে, স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবনে,
বুঝি সে বিপুল মানে কালি দেয় নর রাম ॥

সারণ। (নত ভাবে) মহারাজ! এ অধীনের অপরাধ মার্জ্জনা করবেন, এ জগতে এমন সাধ্য কার আপনাকে বুঝায়? কিন্তু প্রভো! ভেবে দেখুন

দেখি, বজ্রাঘাতে পর্ব্বত চূড়া ভগ্ন হইলে, কি ভূধর সে পীড়ায় অধীর হয়? বিশেষতঃ এ মায়াময় পৃথিবীতে সুখ দুঃখ সকলই ক্ষণিক, অতএব তাহাতে মুগ্ধ হওয়া অজ্ঞানের কর্ম্ম।

(আলু থালুবেশে রোরুদ্যমানা
চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ।)

চিত্রাঃ। নাথ! আমার বীরবাহু কোথায়? বিধাতা দয়া করে আমাকে একটি মাত্র পুত্ররত্ন দিয়াছিলেন, হে লঙ্কেশ্বর! রক্ষা হেতু আমি তাকে আপনার নিকট বিশ্বাস করে রেখেছিলাম, নাথ! এই কাঙ্গালিনীর সেই অমূল্য রত্নটি কোথায় রেখেছ? (রোদন)।

রাবণ। প্রিয়ে! আমাকে আর ক্যান বৃথা এ গঞ্জনা দাও, দেখ এই বীর প্রসবিনী কনকলঙ্কা আজ বিধাতার বিড়ম্বনায় বীরশূন্য হইয়াছে, আর পামর দাশরথির অনুরোধে সাগরও স্বয়ং পাষাণ-শৃঙ্খল হৃদয়ে ধারণ করিতেছে, হায় সুন্দরি! তুমি একটি পুত্রের শোকে এত অধীরা হইয়াছ, কিন্তু আমার এ হৃদয়, পুত্র পৌত্রাদির সমর

শয্যায় শয়ন নিবন্ধন শোকানলে অবিরত দিবা নিশি অন্তর্দগ্ধ হইতেছে।

চিত্রাঃ। হা পুত্র বীরবাহু (রোদন)।

রাবণ। প্রিয়ে! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, দেবি! এ প্রকার বিলাপ কি তোমাতে সম্ভবে তুমি বীর-মাতা, তোমার পুত্র বীরবাহু দেশের বিপক্ষ পক্ষ বিনাশ করত রণ ভূমি হইতে দেবযানে স্বর্গারোহণ করিয়াছে, তার পরাক্রমে আজ আমার বংশ সমুজ্জ্বল, কেন তুমি বৃথা রোদন কর ?

চিত্রাঃ। সত্য নাথ! তার শুভ ক্ষণে জন্ম ও সে ধন্য, যে স্বদেশের বৈর নির্যাতন জন্য সমর ক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করে, এবং সেই রমণীও ভাগ্যবতী, যে ঈদৃশ বীর পুত্র প্রসবিনী. কিন্তু প্রভো! একবার ভেবে দেখুন দেখি, কোথায় অযোধ্যা আর কোথায় লঙ্কা, কি লোভেই বা সেই ক্ষুদ্র নর তোমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে এসেছে? হায়! বল দেখি, কে এ সমরাগ্নি জ্বেলেছে? নাথ! নিজ কর্ম্ম দোষেই স্ববংশ ধ্বংসের কারণ হইলে। (রোদন করিতে করিতে প্রস্থান)।

রাবণ। সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক (স্বগত) আজ আমার লঙ্কাপুরী বীরশূন্য হল, কাকে আমি এ কাল-সমরে পাঠাব? কে আর রাক্ষস-

কুলের সম্মান রক্ষা কর্‌বে? আজ আমি স্বয়ং রণ সজ্জা কর্‌বো (প্রকাশ্যে গম্ভীর স্বরে) ওহে লঙ্কার ভূষণ বীর যোদ্ধারা! তোমরা সকলে সুসজ্জিত হও, (অসিনিষ্কাশনপূর্ব্বক) আজ দেখ্‌বো সেই দশরথ পুত্র কত ক্ষমতা ধরে, আজ এই পৃথিবী হয় অরাম না হয় অরাবণ হবে (নেপথ্যে তুরীধ্বনি)।

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[illegible]লোকে বারুণী ও মুরলার কথোপকথন।

বারুণী। সখি! এ কি! অকস্মাৎ এত বড় ঝড় উঠ্‌লো ক্যান?

মুরলা। প্রিয় সখি! ও ঝড় নয়, ঝড় নয়, রাঘবের বীর-গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্যে [illegible] রাবণ স্বয়ং রণ সজ্জা করছে।

বারুণী। সখি! রাম-রাবণের যুদ্ধ-বিবরণ শুন্‌তে মনে বড় ইচ্ছা হচ্চে, অতএব তুমি লঙ্কায় গিয়া জেনে এস। আর আমার প্রিয়সখী রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী কমলাকে এই সোণার পদ্মটি দিয়ে বলো যে, তিনি যে খানে তাঁর সেই রাঙা পা দুখানি রাখ্‌তেন, সেই খানে এটি ফুটে ছিল।

মুরলা। সখি! তবে চল্লেম।

লঙ্কাপুরী, রাবণ রণবেশে সেনার আগমন অপেক্ষায় দণ্ডায়মান, কমলা দেবীর মন্দির, প্রমোদবনে ললনা সহ মেঘনাদ শয়ান।

যবনিকা উত্তোলন।

(পদ্ম হস্তে মুরলার প্রবেশ।)

মুরলা। দেবি! প্রণাম হই (নত শিরে প্রণাম)।

কমলা। কেও মুরলা না কি? ক্যান মুরলে আজ কি মনে করে আমার কাছে এসেছ? বল দেখি? আমার প্রিয়সখী বারুণী ভাল আছেন ত?

মুরলা। দেবি! তিনি ভাল আছেন, রাম-রাবণের যুদ্ধ

বিবরণ শুন্‌তে তাঁর নিতান্ত ইচ্ছা, আর আপনাকে এই পদ্মটি পাঠ্‌য়ে দিয়েছেন (নৃত্য করত স্বর্ণকমল প্রদান)।

কমলা। হায় লো মুরলে! রণ বিবরণ আর কি বল্‌বো, রাবণ ক্রমে ক্রমে হীনবল হয়ে পড়েছে। কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, বীরবাহু প্রভৃতি বীরগণ সমরে প্রাণ ত্যাগ করেছে। ঐ শোন, পুত্র শোকে কাতরা চিত্রাঙ্গদার রোদনে অন্তঃপুর প্রতিধ্বনিত হচ্চে। পুত্রহীনা মাতা ও পতিহীনা সতীদিগের ক্রন্দন ধ্বনিতে আমি অত্যন্ত চঞ্চলা হয়েছি, আর এ রাক্ষসপুরীতে তিষ্ঠিতে পারি না।

মুরলা। দেবি! আজ কে যুদ্ধ-সজ্জা কচ্চে?

কমলা। কি জানি মুরলে! চল গিয়ে দেখে আসি (উভয়ের উত্থান ও ইতস্ততঃ ভ্রমণ)।

মুরলা। দেবি! ঐ তো দেখ্‌চি কালনেমি প্রভৃতি বীরগণ রণসজ্জায় সুসজ্জিত হয়েছে, কিন্তু মেঘনাদকে দেখ্‌চি না ক্যান, সেও কি সমরে হত হয়েছে?

কমলা। বোধ হয়, সে প্রমোদকাননে প্রমীলার সঙ্গে আমোদ প্রমোদে মত্ত আছে, এখনও শোনে নাই যে বীরবাহু মরেছে। মুরলে! তুমি শীঘ্র বারুণীর নিকট গমন করে বলো গে, যে আমি সত্বরে বৈকুণ্ঠ ধামে গমন কর্‌বো, আর আমার

এ পাপ লঙ্কায় এক তিলার্দ্ধ থাক্‌তে ইচ্ছা নাই।

মুরলা। (প্রণামানন্তর) দেবি! তবে আমি চল্লেম (প্রস্থান)।

কমলা। (চিন্তা অভিনয় করত মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া) যাই, আমি শীঘ্র করে মেঘনাদকে রাবণের নিকট পাঠাই গে (যাইয়া মেঘনাদের শিরঃ-সন্নিধানে উপবেশন)।

মেঘনাদ। (সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) ক্যান মা! আজ এখানে আগমন করেছেন? লঙ্কার সব কুশল তো?

কমলা। হা বৎস! লঙ্কার কুশল আর কি বলবো? বীরবাহু রণে প্রাণত্যাগ করেছে, তাই মহারাজ আজ স্বয়ং যুদ্ধ-সজ্জা কচ্চেন।

মেঘনাদ। কি মা! প্রিয় অনুজ বীরবাহু রণে নিহত হয়েছে? গত রাত্রির রণে আমি শত্রুগণকে খণ্ড খণ্ড করেছি, তবে কে কখন্ প্রিয় ভ্রাতাকে বধ কল্লে?

কমলা। আর বাছা কি বলবো! মায়াবী মানব রামকে তোমার শরে আর বাঁচ্‌তে হবে না, তুমি শীঘ্র গমন করে রক্ষঃকুলের মান রক্ষা কর, আমি চল্লেম (প্রস্থান)।

মেঘনাদ। (রত্নাভরণ সকল অঙ্গ হইতে উম্মোচন ও কুসুমমালা ছিন্ন ভিন্ন করত স্বগত) হায়! হায়! আমাকে শত শত ধিক্, বিপক্ষেরা স্বর্ণ লঙ্কা বেষ্টন করেছে, আমি উপযুক্ত সন্তান থাক্‌তে পিতা কি না স্বয়ং রণ-সজ্জা কচ্চেন, আর আমি কি না কামিনীগণ বেষ্টিত হয়ে আমোদ কচ্চি (নেপথ্যদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রকাশ্যে গম্ভীর স্বরে) কে আছ হে? শীঘ্র রথ প্রস্তুত কর, আজ রিপুকুল ধ্বংস করে মনের আক্ষেপটা মেটাব।

প্রমীলা। (মেঘনাদের চরণ ধারণপূর্ব্বক) নাথ! এ দাসীকে এখানে ফেলে কোথায় যাও।

মেঘনাদ। প্রেয়সি! (আলিঙ্গন করিয়া) তোমাকে ফেলে কি আমি কোথাও থাক্‌তে পারি? তোমার কল্যাণে আজ রামকে বধ করে সত্বর প্রত্যাগমন কর্‌বো, এখন আমায় বিদায় দাও (তথা হইতে পিতার নিকট আসিয়া প্রণামানন্তর) পিতঃ! রাঘব না কি পুনর্ব্বার জীবিত হয়েছে? এমন কথা তো কখন শুনি নাই, যে লোক মরে সে আবার বাঁচিয়া উঠে! সে যা হউক, অনুমতি করুন, আজ সেই পামরকে সমূলে নির্ম্মূল কর্‌বো অথবা তাকে ধরে শ্রীচরণে আনীয়া দিব।

রাবণ। (আলিঙ্গনানন্তর) বৎস! এখন তুমিই রাক্ষস-কুলের একমাত্র আশা ভরসা, আমার ইচ্ছা নাই যে, এ কাল-সমরে বারম্বার তোমাকে পাঠাই।

মেঘনাদ। হে পিতঃ! কি ছার সে নর যে, আপনি তার ভয়ে ভীত হচ্চেন? এ দাস থাকতে যদি মহারাজ সেই তুচ্ছ নরের সহিত স্বয়ং সংগ্রাম করেন, তা হলে, আমি কি বলে এ পৃথিবীতে মুখ দেখাব? দুই বার আমি রাঘবকে পরাস্ত করেছি, অনুমতি করুন, আর এক বার দেখি, এ বার কি ঔষধে সে বাঁচে।

রাবণ। বৎস! যদি একান্তই তোমার সমরে যেতে ইচ্ছা হয়ে থাকে তবে, দিবাতো প্রায়ঃ অবসান হয়েছে, রাত্রিতে আপন ইষ্ট দেবতার পূজা করে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, কল্য প্রাতে যুদ্ধে যাত্রা করিও, আমি তোমাকে অদ্যই সেনাপতি-পদে বরণ করিয়া রাখি (নেপথ্যে সাম্প্রদায়িক বাদ্য)।

যবনিকা পতন।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(প্রথম গর্ভাঙ্ক।)

অমরাবতী পুরে দেবরাজ শচী সহ সিংহাসনে আসীন।

যবনিকা উত্তোলন।

কমলার প্রবেশ।

ইন্দ্র। (দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান ও চরণ বন্দনানন্তর) মাতঃ! আজ কি মনে করে আপনার এখানে শুভাগমন হয়েছে?

কমলা। হে দেবরাজ! তুমি জান, আমি বহুকালাবধি স্বর্ণ লঙ্কায় আছি, কিন্তু এত দিনে বিধাতা লঙ্কাপতির প্রতি বিরূপ হয়েছেন, পাপিষ্ঠ রক্ষোরাজ নিজ কর্ম দোষে সবংশে ধ্বংস হবে। লঙ্কা প্রায়ঃ বীর-শূন্য হয়েছে, কেবল মাত্র বীর মেঘনাদ জীবিত আছে, অদ্য রাবণ তাকে সেনাপতি পদে বরণ করেছে, কাল সে দেবকুলপ্রিয় রামচন্দ্রকে

আক্রমণ কর্‌বে, তার পরাক্রম তোমার অবিদিত নাই, এখন বল দেখি, কি উপায়ে জানকীনাথকে রক্ষা করা যায় ?

ইন্দ্র। দেবি ! এ বিপদে বিশ্বনাথ বিনা আর কোন উপায়ই দেখি না।

কমলা। তবে তুমি শীঘ্র কৈলাস পর্ব্বতে গমন কর ও আশুতোষকে বলো যে, তিনি যদি দুষ্ট রাবণকে সমূলে নির্ম্মূল না করেন, তা হলে, বসুন্ধরা আর ভার সহ্য কর্‌তে পারবেন না, অনন্ত দেবও ক্লান্ত হয়েছেন। আমি এখন চল্লেম (প্রস্থান)।

ইন্দ্র। (শচীর প্রতি) প্রিয়ে ! চল আমরা দুজনেই যাই (উভয়ের বিমানে আরোহণ)।

নেপথ্যে সাম্প্রদায়িক বাদ্য।

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস শিখরে নিজ মন্দিরে ভগবতী স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট
উভয় পার্শ্বে জয়া বিজয়া।

যবনিকা উত্তোলন।

(ইন্দ্র ও শচীর প্রবেশ।)

উভয়ে। মা! প্রণাম করি (ভূতলে পতন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)।

ভগবতী। (আশীর্ব্বাদানন্তর) দেবরাজ! আজ তোমরা দুজনে এখানে কি মনে করে এসেছ বল দেখি ?

ইন্দ্র। মাতঃ! এ অখিল জগতে আপনার অবিদিত কি আছে? দেবদ্রোহী রাবণ পুনর্ব্বার নিজ পুত্র মেঘনাদকে সেনাপতি পদে বরণ করেছে, কল্য প্রাতে সে রামচন্দ্রকে আক্রমণ কর্‌বে। এই কথা বল্‌তে ইন্দ্রপুরে মা কমলা স্বয়ং এসেছিলেন, তিনি এ দাসকে আপনার পদে এই সংবাদটী দিতে বলে গিয়েছেন, [illegible] মা! আপনি কৃপা না করিলে, কাল পৃথিবী [illegible] হবে।

গীত।

রাগিণী আলিয়া—তাল আড়াঠেকা।

নিখিল জগতে মা গো! কি না তুমি জান বল?
রাক্ষসের বীর-দর্পে করে ধরা টলমল।
দেবদ্রোহী লঙ্কাপতি, হরি আনি সীতা সতী,
দিতেছে যাতনা অতি, নিবার ভার অশ্রুজল।
জানকী অশোক বনে, ভুলেছ তারে কেমনে,
দিবা নিশি তার রোদনে, হয় না কি প্রাণাকুল।
দয়াময়ি! দয়া করি, দাও রামে পদ তরী,
রণ-সাগরে শঙ্করি! দাও গো অকূলে কূল॥

ভগবতী। দেবরাজ! যা বলিতেছ সকলি সত্য, কিন্তু; ত্রিশূলী রাবণকে যে প্রকার স্নেহ করেন, তাতে আমি কি প্রকারে তার মন্দ চেষ্টা কর্‌বো, বল দেখি?

ইন্দ্র। জননি! বিবেচনা করে দেখুন, রাবণ অত্যন্ত অধর্ম্মাচারী, যে রামচন্দ্র পিতৃ-সত্য পালন জন্য রাজ্য সুখে বিসর্জ্জন দিয়ে বনচারী হয়েছে, তার একটিমাত্র অমূল্য জানকী রত্ন ছিল, দুষ্ট দশানন তাও হরণ করেছে, হায়! হায়! তাতে কার্‌ না মনে কষ্ট বোধ হয়? মা! মহাদেবের বরে রাক্ষস অজেয়, সেই জন্য সে দেবতাদিগকেও তৃণ জ্ঞান

করে, পামরের সর্ব্বদা পরধনে ও পরদারে লোভ, তবে যে মা! কেন তাকে দয়া কর, তা জানি না।

শচী। দেবি! পতিপ্রাণা সীতা পিঞ্জর বদ্ধ পক্ষীর মত অশোক বনে দিবা নিশি রোদন কচ্চেন, তাতে কার্ না হৃদয় বিদীর্ণ হয়? আপনি না দণ্ড দিলে, সে পাষণ্ড রাবণকে আর কে দণ্ড দিবে?

ভগবতী। তোমরা দুজনেই কনকলঙ্কা নষ্ট কর্‌তে আমাকে অনুরোধ কর্‌চো বটে; কিন্তু, তা আমার সাধ্য নয়, কেন না মহাদেব স্বয়ং রাক্ষসকুলকে রক্ষা করেন, তিনি ভিন্ন তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না। সম্প্রতি তিনি যোগাসন নামে পর্ব্বত শৃঙ্গে যোগে আসীন আছেন, সে স্থানে যাওয়াও অতি দুঃসাধ্য।

ইন্দ্র। জননি! আপনি ভিন্ন কার্ সাধ্য ত্রিপুরারির নিকট গমন করে? অতএব আপনি সুপ্রসন্ন হয়ে রাক্ষসকুল বিনাশ করে ত্রিভুবন রক্ষা কর, যাহাতে ধর্ম্মের মহিমা বৃদ্ধি হোক, বসুধার ভার লাঘব হোক, বাসুকী ধরা ধারণে সক্ষম হোক এবং শ্রীরামও নিশ্চিন্ত হোক।

ভগবতী। (সবিস্ময়ে) এ কি! হঠাৎ আমার আসন টল্‌চে কেন? (সত্বরে) [illegible] বিজয়ে! দেখ্‌তো একবার, এখন অকালে কে আমার পূজা করে?

বিজয়া। (লোচনদ্বয় নিমীলন করিয়া জ্ঞাননেত্রে নিরীক্ষণ করত) হাঁ বটে বটে।

ভগবতী। বল, বল, শীঘ্র বল, কে এমন ভক্ত? যে অসময়ে পূজা করিতেছে।

বিজয়া। মা! লঙ্কাপুরে দাশরথি বারিপূর্ণ মঙ্গল ঘটে আপনার সুশোভন শ্রীচরণদ্বয় সিন্দূরে অঙ্কিত করিয়া নীল পদ্ম দিয়া ভক্তি সহকারে গদগদ-ভাবে পূজা করিতেছে, হে মাতঃ! ভক্ত বৎসলে! অভয়প্রদে! কৌশল্যানন্দন আপনার পরম ভক্ত, তাকে অভয় প্রদান করুন।

গীত।

রাগিণী আলিয়া—তাল আড়াঠেকা।

অভয় দে গো অভয়া, দাশরথি ভক্ত জনে।
দুর্গতিনাশিনি। দুর্গে! নাশ দুঃখ কৃপা দানে॥
পড়েছে ঘোর বিপদে, তাই স্মরে মা তব পদে,
সিন্দূরে আঁকিয়া পদে, মগন তোমার ধ্যানে।
লইয়া নীল কমল, পূজিছে পদ কমল,
মা! তুমি বিনা কে বল? বিনাশে তার শত্রু রণে
মা! তুমি কটাক্ষে হের, কিঙ্করে মা! কৃপা কর,
দাসর বিনতি ধর, তার সেই অকিঞ্চনে॥

ভগবতী। (স্বর্ণাসন হইতে গাত্রোত্থান করত বিজয়ার প্রতি) সখি! তুমি দেব দম্পতির যথাবিধি সেবা কর গিয়ে, আমি মহাদেবের নিকট চল্লেম (তাহাদিগকে বিদায় দিয়া স্বগত) কি ভাবে আজ ভবেশের সহিত সাক্ষাৎ করি, চিন্তা ক্যান? রতিকে স্মরণ করি।

(বসন্ত কুসুমাভরণে সুশোভিতা রতির প্রবেশ।)

রতি। (প্রণাম করিয়া) ক্যান মা! আমাকে স্মরণ করেছেন?

ভগবতী। বৎসে! যোগাসনে যোগীন্দ্র তপে আছেন, বল দেখি বিধুমুখি! ক্যামন করে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করি?

রতি। তার জন্য চিন্তা কি মা? আপনি ত্রিভুবন মোহিনী মুর্ত্তি ধারণ করুন, আমি আপনাকে নানাবিধ পুষ্পাভরণে সাজাইয়া দি, দেখিয়া ভোলনাথ অবশ্যই ভুলিবেন।

ভগবতী। বেশ বলেছ (মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ)।

রতি। আ হা! হা! হা! মা! ত্রিভুবনে এমন রূপ আর কার্‌ আছে? জননি! আমার লোকান্তরীণ কত

শত পুণ্য ছিল, তাই অদ্য এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ সন্দর্শন করিয়া চক্ষুঃ সার্থক করিলাম।

গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া ঠেকা।

আ মরি! কি রূপ হেরি, হর মনো মোহিনী।
সোণার সলিলে যেন, ভাসে স্বর্ণ সরোজিনী॥
আহা! কি চরণ শোভা, যোগিজন মনোলোভা,
অধরেতে ক্ষণপ্রভা, হাসিরূপে সুশোভিনী।
কিবা সুচারু চিকুর, যেন নব জলধর,
সুবদনে সুধাকর, স্মর হর মনোমোহিনী।
মা! যদি কটাক্ষে হের, ত্রিভুবন ভুলাতে পার,
ভোলানাথ সে ক্ষেপাবর, ওগো ভবেশভামিনী॥

ভগবতী। তোমার প্রাণনাথকে সঙ্গে লইলে, ভাল হয় না?

রতি। তা হলে তো, সোণায় সোহাগা হয়, (আহ্লাদে নৃত্য)।

(কুসুমচাপ স্কন্ধে, সপল্লব চূতমুকুল বাণ হস্তে, মন্মথের প্রবেশ।)

মন্মথ। মাতঃ! প্রণাম হই। (সম্মুখে দণ্ডবৎ ও পতন)।

ভগবতী। এস বাছা! আজ তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

মন্মথ। (রতির প্রতি) এই যে, আমার বল, বুদ্ধি, ভরসা, সবই এখানে (ভগবতীর প্রতি) কোথায়? কি করতে? মা!

ভগবতী। যোগাসন পর্ব্বতে দেবাদিদেব মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করতে।

মন্মথ। (সকম্প, সসাধ্বস, স্খলিত বাক্যে) মা! এ দাসকে আবার ক্যান এমন আজ্ঞা করেন? একবার ভূতনাথের ধ্যান ভঙ্গ করতে গিয়ে, আমার যে কি দুর্দশা ঘটে ছিল, তা তো আপনি জানেন, মা!

ভগবতী। ভয় কি? বাছা! তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, তোমায় কে কি করবে?

মন্মথ। তবে মা! আপনি অগ্রসর হউন, (নেপথ্যে সাম্প্রদায়িক বাদ্য)।

যবনিকা পতন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

যোগাসন পর্ব্বত, মহাদেব বীরাসনে ধ্যানে আসীন।

যবনিকা উত্তোলন।

(রতি ও রতিপতি সহ ভগবতীর প্রবেশ।)

সকলে। (মহাদেবকে একে একে প্রণাম, পরে একত্র হইয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নৃত্য) কই ? কিছুতেই তো কিছু হলো না! (বিমর্শ ভাব)।

ভগবতী। (রতিপতির প্রতি) তুমি শরাসনে শর-সন্ধান কর দেখি।

মন্মথ। (হাত নাড়িয়া) না মা! ওটী আমি পার্‌বো না, আমার পূর্ব্বের সব মনে পড়্‌ছে।

ভগবতী। তোমার কোন ভয় নাই, আমি সম্মুখে থাকি (তথা স্থিতি)।

মন্মথ। (ভগবতীর পশ্চাতে থাকিয়া) দেখো মা! সাবধান (স[illegible] ধনুতে বাণ যোজনা)।

মহাদেব। (ক্রমশঃ নয়নোন্মীলনপূর্ব্বক) এ কি প্রিয়ে! একাকিনী এ বিজন বনে কি মনে করে ?

ভগবতী। নাথ! বহু দিবস অবধি এ দাসীকে ভুলে আছেন, তাই ঐ শ্রীচরণ-যুগল দর্শন কর্‌তে এসেছি।

মহাদেব। দেবি! তুমি কি মনে করে এখানে এসেছ, তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, কৈলাসে শচী সহ দেবরাজের আগমনের কারণও জান্‌তে পেরেছি, রঘুনাথ যে ক্যান অকালে তোমার পূজা করেছেন, তাও জানিতে পেরেছি। যদিও নিকষানন্দন আমার এক জন পরম ভক্ত বটে; কিন্তু, কি করি! সে নিজদোষে সবংশে ধ্বংস হবে, অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাতে পারে, (ক্ষণকাল চিন্তা) তুমি সত্বর কামদেবকে মায়াদেবীর নিকট প্রেরণ কর, তাঁর প্রসাদে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ কর্‌বে (নেপথ্যে সাম্প্রদায়িক বাদ্য)।

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

(প্রথম গর্ভাঙ্ক।)

সুরপুরী, ইন্দ্র বিষণ্ণ ভাবে স্বীয় প্রাসাদে উপবিষ্ট,
মহামায়া ভগবতী দেবী স্বমন্দিরে আসীন।

যবনিকা উত্তোলন।

(মন্মথের প্রবেশ।)

মন্মথ। (দেবরাজের নিকট সানন্দে) প্রণাম হই।

ইন্দ্র। এস, এস, কামদেব! এস, সমাচারটা কি বল দেখি।

মন্মথ। ঠাকুর! ভগবতীর কৃপায় শূলপাণি সদয় হয়ে, বলে দিলেন যে, মহামায়া ভগবতী দেবীর প্রসাদে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ কর্‌বে।

ইন্দ্র। তবে, আমি শীঘ্র তাঁহার নিকট চল্লেম। (সত্বরে প্রাসাদ হইতে মহামায়ার মন্দিরে প্রবেশ ও প্রণাম)।

মহামায়া। বৎস! কি মনে করে আজ এখানে আগমন করেছ? বল দেখি।

ইন্দ্র। জননি! মহাদেবের আদেশে আপনার নিকট

এসেছি, আপনি এ দাসকে বলে দিউন, লক্ষ্মণ কি উপায়ে মেঘনাদকে বধ কর্‌বে।

মহামায়া। বৎস! তারকাসুরকে বধ করিবার জন্যে, মহাদেব রুদ্রতেজে যে সমস্ত অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কার্ত্তিকেয়কে রণ-সজ্জায় সুসজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন, (বাম হস্ত অস্ত্রের দিকে তুলিয়া) ঐ দেখ, সেই সকল অস্ত্র রহিয়াছে, ঐ অস্ত্রে মেঘনাদের মৃত্যু হবে, কিন্তু, ন্যায়-যুদ্ধে তাকে পরাজয় করিতে পারে, এমন কেহই এ ত্রিভুবনে নাই, অতএব আমি স্বয়ং, কল্য লঙ্কায় গমন করে সৌমিত্রিকে রক্ষা কর্‌বো, অদ্য তুমি ঐ সকল অস্ত্র লক্ষ্মণের নিকট পাঠাইয়া দাও।

ইন্দ্র। (অস্ত্র কক্ষে লইয়া মহানন্দে নৃত্য করত স্বভবনে প্রবেশ করিয়া চিত্ররথের প্রতি) গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি এই সকল অস্ত্র লয়ে সত্বর লঙ্কায় গমন কর ও রামচন্দ্রকে গিয়া বলো যে, লক্ষ্মণ এই সকল অস্ত্র দ্বারা মেঘনাদকে বধ কর্‌বে, কিন্তু কি উপায়ে তাহা মহামায়া ভগবতী দেবী স্বয়ং এখানে আসিয়া বলে দিয়া যাবেন, আর ইহাও তাঁহাকে বলিও যে, ভগবতী আপনার প্রতি সদয় হইয়া অভয় দিয়াছেন।

চিত্ররথ। দেবরাজ! তবে চল্লেম। (নেপথ্যে সাম্প্রদায়িক বাদ্য)।

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

লঙ্কাপুরীর বহির্ভাগে রামচন্দ্রের শিবির সমুদ্র তটে
বৃক্ষবাটিকায় সহচরীগণ সহ প্রমীলা স্বীয়পতির
অপেক্ষায় উপবিষ্টা।

যবনিকা উত্তোলন।

(চিত্ররথের প্রবেশ।)

রাম। (চিত্ররথকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম ও কুশাসন প্রদান) দেব! কি মনে করে এখানে আগমন হয়েছে?

চিত্ররথ। হে সীতা-বিয়োগ-বিধুর! দশানন-বংশ-ধ্বংস-কর! অদিতিনন্দনানন্দ-কর! আদিত্য-কুল-ধুরন্ধর! দেবরাজ ইন্দ্র, মায়াদেবী-প্রদত্ত এই সকল অস্ত্র আপনাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, গ্রহণ করুন, (অস্ত্র প্রদান) আর, শুভ সংবাদ-সকল আপনাকে জানাইবার নিমিত্ত আমাকে কহিয়া দিয়াছেন।

রাম। (আগ্রহাতিশয় সহকারে) কি? কি? বলুন, বলুন, শীঘ্র বলুন।

চিত্ররথ। কি উপায়ে সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ মেঘ-নাদকে বধ করবে, ইহা মহামায়া ভগবতী দেবী

আপনি এসে তাঁহাকে বলে দিবেন, আর তোমার ভক্তিতে ভক্ত-বৎসলা মা অভয়া দেবী তোমার প্রতি সুপ্রসন্না হইয়া অভয় দিয়াছেন। এক্ষণে আমি চল্লেম (প্রস্থান)।

প্রমীলা। সখি! প্রাণনাথের এত বিলম্ব হচ্চে ক্যান, বল্‌তে পার?

বাসন্তী। না সখি! কিন্তু, তাঁর জন্য কোন চিন্তা নাই। তিনি রাঘবকে বধ করে অবশ্য শীঘ্র আস্‌বেন। চল, আমরা পুষ্প চয়ন করে মালা গাঁথি গে (উভয়ের পুষ্পোদ্যানে গমন, পুষ্পচয়ন, মাল্য গ্রন্থন)।

প্রমীলা। সখি! এই তো মালা গাঁথা হলো, এখন কার গলায় দোলাই? বল দেখি, আমি প্রাণকান্ত বিনা আর এখানে থাক্‌তে পার্‌বো না। চল, আমরা পুরীর মধ্যে প্রবেশ করি।

গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল এক তালা।

সখি! বল, বল।
কেন প্রাণনাথ, সমীরে বিরত, রজনী আগত,
তবু না আইল।
যতনে গাঁথিয়ে সুচিকণ মালা,
অবলার প্রাণে ঘটিল কি জ্বালা.

বিপিনে বিহনে সে চিকণ কালা,
হতেছি চঞ্চল।
চল সখি! যাই যথা প্রাণনাথ,
পূজিব যতনে সে রাজীব পদ,
নতুবা ঘটিবে বিষম বিপদ,
এ সুখ সম্পদ হবে বিফল।
নিশাকর দেখ উদিত গগনে,
হাসিছে কুমুদ প্রফুল্লিত মনে,
যেন ব্যঙ্গছলে দুলিছে সঘনে,
পাইয়া পতির কিরণ জাল॥

বাসন্তী। সখি! ক্যামন করে এখন পুরীরমধ্যে গমনকরবে? রামের সৈন্যেরা চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করে আছে।

প্রমীলা। (সরোষে) কি বল্‌লি বাসন্তি? সাগর উদ্দেশে যখন পর্ব্বত হতে নদী বাহির হয়, কার্ সাধ্য যে, তার গতি রোধ করে। দেখ, কালনেমি যার পিতা, রাবণ যার শ্বশুর, মেঘনাদ যার স্বামী, সেই বীরদর্পদলিনী প্রমীলা, কি বানর বা নরকে ভয় করে? আমি নিজ ভুজ বলে আজ লঙ্কায় প্রবেশ কর্‌বো দেখি, কে নিবারণ করে।

(নেপথ্যে সাম্প্রদায়িক বাদ্য)।

যবনিকা পতন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

লঙ্কাপুরীর চারি সিংহ দ্বারে হনূমান্ প্রভৃতিকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও বিভীষণের রাত্রি জাগরণ ও মেঘনাদ বধের পরমার্শ।

যবনিকা উত্তোলন।

(বীরাঙ্গনা সাঙ্গনীগণ সহ রণবেশে অশ্বারোহণে পশ্চিম দ্বারে প্রমীলার আগমন।)

হনূমান্। (সরোষে তর্জ্জন গর্জ্জনপূর্ব্বক) কে রে তোরা? স্ত্রীলোকের বেশে এই ঘোর নিশা কালে মর্‌তে এলি? জানিস্ নে? যে, এখানে বীর হনূমান্ জাগ্‌চে, যার ভয়ে লঙ্কাপতি হাড়ে কাঁপ্‌চে।

উগ্রচণ্ডা। তুই যারে বর্ব্বর! তোর রঘুনাথকে ডেকে আন্ গে, আজ প্রমীলা সুন্দরী নিজ ভূজ-বলে লঙ্কায় প্রবেশ কর্‌বেন, যদি সাধ্য থাকে, এসে নিবারণ করুক্।

হনূমান্। (প্রমীলাকে দেখিয়া স্বগত) ও বাবা! আমি এই অলঙ্ঘ্য সাগর পার হয়ে, মন্দোদরী আদি

রাবণের যত প্রণয়িনী আছে, সকলকেই তো দেখিছি, আর অশোক-বনে মা সীতা দেবীকেও দেখেছি, কিন্তু এমন তেজস্বিনী রূপবতী কামিনী তো কুত্রাপি কখন দেখি নি (প্রকাশ্যে) রাবণের সঙ্গে রামচন্দ্রের ঘোরতর বিবাদ, বোধ করি, জান না, হাঁ গো তোমরা হলে কুল বালা, এখানে এ অসময়ে কি মনে করে এসেছ? বল দেখি, যদি কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকে বল, আমি শ্রীরঘুনাথের পাদপদ্মে জানাইয়া আসি।

প্রমীলা। হনুমান্! তোমার প্রভুর সঙ্গে যদিও আমার স্বামীর শত্রুতা আছে, বটে, তা বলে আমি তাঁর সঙ্গে বিবাদ কর্‌তে আসি নাই, তুমি আমার এই দূতীকে সঙ্গে করে লয়ে যাও, আমার যাহা কিছু প্রার্থনা ইনিই সীতা-নাথের নিকট জানাইবে।

বিভীষণ। (রামচন্দ্রের প্রতি) সখে! শিবিরের বাহিরে চেয়ে দেখ দেখি, রাত্রি প্রভাত হলো না কি?

রাম। (ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করত প্রমীলার দূতীকে দেখিয়া সবিস্ময়ে) সখে! দেখ দেখি, হনুমানের সঙ্গে ও কে আসিতেছে? দেবী কি দানবী? তোমার মায়ারূপী ভ্রাতার কুহক বোঝা কার্ সাধ্য?

নৃমুণ্ড মালিনী। রামচন্দ্রের ও আর আর গুরু জনের চরণে প্রণাম হই। (নত শিরে ও কর যোড়ে প্রণাম) মেঘনাদ-মনোরমা, প্রমীলা পতির চরণ পূজা কর্‌তে লঙ্কাপুরে প্রবেশ কর্‌বেন, অতএব হে বীরবর! তাঁকে হয় পথ দিউন্ না হয় পরাজয় করুন।

রাম। সুন্দরি! আমি অকারণে কাহারও সহিত বিবাদ করি না, বিশেষতঃ তোমরা কুলবালা, তোমাদের সহিত আমার কোন শত্রুতা নাই, তুমি প্রমীলা সুন্দরীকে গিয়ে বল যে তিনি অনায়াসে লঙ্কায় প্রবেশ করুন, আমি বিনা রণেই তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করিলাম। ধন্য মেঘনাদ, ধন্য প্রমীলা সুন্দরী, এবং ধন্য তাঁর পতি ভক্তি (হনুমানের প্রতি) বৎস! তুমি শিষ্টাচারের সহিত বামাদলকে পথ ছেড়ে দাও গে।

হনুমান্। আসুন আমার সঙ্গে আসুন (উভয়ের প্রস্থান)।

বিভীষণ। সখে! একবার চেয়ে দেখ, বাহিরে কি অপুর্ব্ব শোভা হয়েছে!

রাম। তাই তো সখে! আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না, মহামায়া দেবীর আসিবার কথা ছিল, তিনিই বা ছলনা করে গেলেন!

বিভীষণ। তা নয়, মায়াও নয়। ঐ! চেয়ে দেখ, সেই প্রমীলা পতিব্রতা পতির উদ্দেশে গমন কচ্ছে। মহাশক্তির অংশে জন্ম বলিয়া, উহার প্রভা ঈদৃশী অতীব তেজস্বিনী, যেন রজনীকে দিন করিয়াছে, আর কাহারও সাধ্য নাই যে, উহাকে বিক্রমে আঁট্‌তে পারে, বিবেচনা করুন, মেঘনাদ যে প্রকার দুর্দ্দান্ত বীর, তাতে যদি সে প্রমীলার প্রণয়-শৃঙ্খলে সর্ব্বদা বাঁধা না থাক্‌তো, তা হলে, এত দিন পৃথিবী রসাতলে যেতো।

রাম। সত্য, সখে! অনেক অনেক যোদ্ধা দেখেছি; কিন্তু, মেঘনাদের সমান দেখি নাই, এখন উপায় কি করি বল দেখি? উহারা তো সিংহ সিংহী একত্র মিল্‌লো।

লক্ষ্মণ। প্রভো! দেবরাজ যখন আপনার সহায় আছেন, তখন আর আপনার চিন্তা কি? কাল আমি মেঘনাদকে বধ করে লঙ্কার গৌরব-রবি অস্তে পাঠাব।

বিভীষণ। দেবরাজ সহায় আছেন, সত্য বটে; কিন্তু, যে পর্য্যন্ত না রাত্রি প্রভাত হয়, সে পর্য্যন্ত বিশ্বাস নাই, কারণ, প্রমীলা অতীব-রণ-প্রিয়া, কি জানি, কখন্ কাকে আক্রমণ করে, এই বেলা সাবধান হতে হচ্ছে।

রাম। সখে! সকলে, বীরবাহু সহ যুদ্ধ করিয়া, অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে, অতএব লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া একবার দেখিয়া আইস যে, কে কোথায় কি অবস্থায় আছে, আর নীল, অঙ্গদ, সুগ্রীব প্রভৃতি সকলে জাগ্রৎ আছে কি না?

বিভীষণ। (লক্ষ্মণের প্রতি) শীঘ্র সসজ্জ হইয়া আসুন।

লক্ষ্মণ। হাঁ, আমি সজ্জিতই আছি, চলুন, চলুন।

উভয়ে। (শিবির হইতে বহির্গত হইয়া লঙ্কার চতুর্দ্দিকে প্রত্যেক অনুচরবর্গকে হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে) সাবধান, সাবধান, অদ্য রাত্রিকালে সাবধান, দেখিও অনবধানতা দোষে যেন কোন অশুভ ঘটনা না ঘটে।

নেপথ্যে সাম্প্রদায়িক বাদ্য।

যবনিকা পতন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

লঙ্কাপুরী—মেঘনাদ স্বীয় প্রাসাদে শয়ান, অশোক-বনে মলিনা, মলিন-বসনা সীতা উপবিষ্টা।

যবনিকা উত্তোলন।

(পতির শয়ন-কক্ষে ঝণৎ ঝণৎ শব্দায়মানাস্ত্র-ধারিণী, রণবেশা প্রমীলার প্রবেশ।)

মেঘনাদ। (সকৌতুকে) এ কি ? প্রেয়সি ! কি রক্ত বীজ বধ করে কৈলাসে এলে ? অনুমতি কর তো শব-রূপে পদ-তলে শয়ন করি।

প্রমীলা। নাথ ! তোমার প্রসাদে এ দাসী ভুবন-বিজয়িনী, কাহাকেও ভয় করে না, কেবল এক-মাত্র মন্মথকেই ভয় করে। স্রোতস্বতী সাগর উদ্দেশে যেমন দ্রুতগতি গমন করে, আমিও তেমনি, হে নাথ ! মদন-বাণ-নিপতন-ভয়ে অধীরা হইয়া, আপনার চরণ-যুগল পূজা করিব মানস করিয়া আসিতেছি। (মেঘনাদকে আলিঙ্গন, কক্ষ-দ্বার রোধ)।

সীতা। (স্বগত) কই? এখনও যে সরমা এলো না, বোধ করি, এই অভাগিনী অনাথিনীর প্রাণনাথের বা কোন অহিত ঘটিয়াছে (সম্মুখে সরমাকে দেখিয়া প্রকাশ্যে) সখি ! এস, এস, এত বিলম্ব হইল কেন ?

সরমা। (প্রণামান্তে রামের উত্তরোত্তর জয় জানাইয়া) আহা দেবি ! তোমার সীমন্তে সিন্দুর নাই, এ কি আমার প্রাণে সহ্য হয় ?

গীত।

রাগিণী আলিয়া—তাল আড়াঠেকা।

বিদরে হৃদয় সখি ! দেখি এ বেশ তোমার।
সীমন্তে সিন্দূর নাই, নাহি অঙ্গে অলঙ্কার ॥

হায় নিদারুণ বিধি, গঠি এ অমূল্য নিধি,
কাঁদাইছ নিরবধি,
এ কি হে তব বিচার।
হবে কোথা রাজরাণী, বিধি কল্লেন কাঙ্গালিনী,
এসো জনকনন্দিনি !
সীমন্তে সিন্দূর [illegible] ॥

সরমা। (সীমন্তে সিন্দুর দান ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) আহা, দেবি ! দুষ্ট দশানন, তোমায় হরণ করিয়া আনীবার সময়ে, অঙ্গের অলঙ্কারগুলিও কি খুলে নীয়াছিল ?

সীতা। না সখি ! আমাকে হরণ করিয়া আনীবার কালে, আমি স্থানে স্থানে আপন চিহ্ন রেখে আসিবার জন্যে, আপনি এক এক খানি অলঙ্কার খুলে খুলে এক এক স্থানে ফেলে ফেলে দিয়ে এসেছি।

সরমা। (স্বগত) ইহাঁকে যে প্রকার স্বামিরিবিহ-বিধুরা দেখিতেছি, বোধ করি, তাহাতে আর অধিক কাল স্থির-চিত্তা থাকিতে পারিবেন না, যাহা হউক, এক্ষণে অন্যমনস্কা রাখিবার নিমিত্ত, একটা উপায় অবলম্বন করা যাউক। (প্রকাশ্যে) দেবি ! আমারা রাক্ষস জাতি, মানবদিগের কোন কিছুই অবগত নহি, এই জন্য আমি জানিতে ইচ্ছা করি যে, যে রামচন্দ্র পূর্ণ ব্রহ্ম, তিনি কি প্রকারে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া, আপনকার স্বয়ম্বর-সভায় যাইয়া হর-ধনুঃ ভঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ করিয়া আমাকে শ্রবণ করাউন।

সীতা। সখি ! পুণ্য কথা শ্রবণে যদি তোমার কৌতূহল জন্মিয়া থাকে, তবে শুন ; "অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথ, বহুকাল পুত্র সন্তান না হওয়াতে, তৎ-

কামনায় যজ্ঞ সম্পাদনার্থ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে স্বভবনে আনাইলেন। মুনি-কৃত যাগের চরু ভক্ষণে মহিষী কৌশল্যা রামচন্দ্রকে, কেকেয়ী ভরতকে, আর একা সুমিত্রা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে প্রসব করেন।

পরে বিশ্বামিত্র ঋষি, যজ্ঞদ্বেষী রাক্ষসদিগের উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া, তাহাদিগের দমনার্থ স্বয়ং স্বীয় আশ্রমে রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া যান। ঋষি পূর্ণকাম হইয়া তাঁহাদিগকে স্বয়ম্বর-পণ বিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক সঙ্গে লইয়া আমার জনক মিথিলাধিপতির ভবনে নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন।

মহাবীর রামচন্দ্র জনগণ সমক্ষে সহাস্য আস্যে সেই ধনুঃ ভগ্ন করিলে, আমার পিতা জনক ও তাঁহার অনুজ কুশধ্বজ, উভয়ে ঐ ঋষি সহ পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, আমি রামচন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করিব এবং আমার অনুজা ভগিনী ঊর্ম্মিলা লক্ষ্মণকে ও আমার পিতৃব্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাণ্ডবী ভরতকে ও কনিষ্ঠা কন্যা শ্রুতকীর্ত্তি শত্রুঘ্নকে পতিত্বে বরণ করিবেক।

সরমা। ঐ রূপ পরিণয় কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে, বোধ করি, আপনারা চারিটী ভগিনী আসিয়া দশরথের গৃহে লক্ষ্মী হইয়া ছিলেন, কিন্তু আপনি বনে আইলেন কেন? শুনিতে ইচ্ছা করি।

সীতা। পরে রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠ সন্তানকে যৌবরাজ্যে অভিষেকের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, প্রকৃতি-বর্গ মহানন্দে উৎসব আরম্ভ করিল। ভরত-মাতা, কুব্জার কুমন্ত্রণায় নৃপতি হইতে দ্বাদশবর্ষ প্রাণ-নাথের বন-বাস ও স্বসন্তানের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিলেন।

রাজা অগত্যা কামনা সম্পাদন করিয়া, পুত্র-বিরহ-শোকে প্রাণ ত্যাগ করেন। মন্ত্রীরা ভরতকে মাতামহাবাস হইতে আনাইয়া রাজার অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ যথাবিধি সমাধান করাইলেন। পরে ভরত, আমাদিগকে বন হইতে রাজধানী লইয়া গিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজা করিবার নিমিত্ত, বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু, দাশরথি পিতৃ-সত্য পরিপালনার্থ তাহাতে কোন মতেই সম্মত না হইয়া স্বীয় পাদুকা এই বলিয়া ভরতকে প্রদান করিলেন যে, তিনি ঐ পাদুকা সিংহাসনে সংস্থাপন করিয়া যেন তদাদেশেই প্রজাদিগের হিতাহিত পরিচিন্তনে রত থাকেন। তদবধি আমরা নিরুদ্বেগে, নিরাপদে, পরমসুখে পঞ্চবটীবনে বাস করিয়া আসিতেছিলাম। ঐ স্থানেই, স্ত্রীজাতি অবধ্য বলিয়া কেবল শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন এবং খর ও

দূষণ প্রভৃতিকে যমালয়ে প্রেরণ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সরমা। দেবি! সমুদায় শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে দুষ্ট দশানন আপনাকে কি কৌশলে হরণ করিয়া লঙ্কায় আনীয়াছে, শুনিতে ইচ্ছা করি।

সীতা। পাপিষ্ঠ রাবণ, বোধ করি, শূর্পণখা প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়া, মারীচকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চবটী বনে উপস্থিত হইয়াছিল। মারীচ হেমরত্নময়ী হরিণ-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক রামকে তৎপরে লক্ষ্মণকে কুটীর হইতে দূরতর প্রদেশে আকর্ষণ করিলে, রাক্ষসকুলাধম, ধূর্ত্ত রাবণ, স্বয়ং মস্করিব্রত-বেশে বেদ পাঠ করত যেন ভিক্ষাভিলাষে মদীয় কুটীর সমীপে উপনীত হইল। আমি ভিক্ষাদান মানসে যেমন কুটীরের বহির্গত হইয়াছিলাম, অমনি দুষ্ট আমাকে বলপূর্ব্বক রথে উত্তোলন করিয়া দ্রুতবেগে। এই লঙ্কার পুরীর মধ্যে আনীয়া ফেলিল; এবং আমাকে—(নেপথ্যে সাম্প্রদায়িক বাদ্য)।

যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

(প্রথম গর্ভাঙ্ক।)

রঙ্গ ভূমির।

এক পার্শ্বে সুরপুরে দেবরাজ বিষণ্ণ ভাবে স্বর্ণাসনে আসীন। অপর পার্শ্বে লঙ্কায় শিবির মধ্যে এক কক্ষে রামচন্দ্র ও বিভীষণ আসীন, অন্য কক্ষে লক্ষ্মণ শয়ান।

যবনিকা উত্তোলন।

(শচীর প্রবেশ।)

শচী। নাথ! এ দাসী ও পদে কি দোষ করেছে যে, আজ শয়নাগারে গমন কচ্চো না?

ইন্দ্র। সুন্দরি! আমি কেবল অবিরত এই চিন্তা কচ্চি যে, কাল কি উপায়ে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ কর্‌বে।

শচী। নাথ! যখন মহাদেব তুষ্ট হইয়াছেন এবং মায়াদেবী অস্ত্র দিয়াছেন, তখন আর তার জন্য চিন্তা কি?

(ইন্দ্রের সমীপে মহামায়ার আগমন।)

ইন্দ্র। (প্রণাম ও আসনদান) জননি! কি মনে করে এখানে আগমন হয়েছে ?

মহামায়া। (উপবেশনপূর্ব্বক) বৎস! রাত্রি প্রায়ঃ শেষ হইয়াছে, তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য, আমি লঙ্কায় চলিলাম।

ইন্দ্র। মাতঃ! মেঘনাদ যে প্রকার বীর, তাকে লক্ষ্মণ কি প্রকারে বধ কর্‌বে ?

মহামায়া। বৎস! তার জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি লক্ষ্মণকে অদৃশ্য ভাবে নিকুম্ভিলা-যজ্ঞের আলয়ে লয়ে গিয়ে নিরস্ত্র মেঘনাদের নিধন সাধন কর্‌বো, কিন্তু বল দেখি, মেঘনাদের মৃত্যু হলে, যখন রাবণ স্বয়ং যুদ্ধে যাত্রা কর্‌বে, তখন রামকে কে রক্ষা কর্‌বে ?

ইন্দ্র। দেবি! তার জন্য কোন চিন্তা নাই, আমি স্বয়ং কল্য সুর-সৈন্য সমভিব্যাহারে গমন করে রামচন্দ্রকে রক্ষা কর্‌বো, মা! তোমার প্রসাদে আমি রাবণকে ভয় করি না।

(স্বপ্নদেবীর তথায় আগমন।)

মহামায়া। (স্বপ্নদেবীর প্রতি) সখি! এসেছ ভাল হয়েছে, আমি আরো তোমার কাছে যাচ্ছিলেম। তুমি

শীঘ্র যাইয়া, সুমিত্রার বেশে লক্ষ্মণের শিয়রে বসে, এই কয়টী কথা বলে এসো "উঠ বৎস! রাত্রি প্রায়ঃ প্রভাত হলো, লঙ্কার উত্তর দ্বারের ধারে বন-রাজী মাঝে এক সরোবর ও তার কূলে চণ্ডী দেবীর এক সুবর্ণ মন্দির আছে, তথায় একাকী গমন কর এবং সেই সরোবরে স্নান ও তথাকার নানাবিধ পুষ্প স্বহস্তে চয়ন করিয়া, সেই দানব-দলনী মায়ের পূজা কর গিয়ে, তা হলে, অনায়াসে মেঘনাদকে বধ কর্‌তে পার্‌বে"।

স্বপ্নদেবী। তবে আমি লক্ষ্মণের নিকট চলিলাম (তথা হইতে লক্ষ্মণের শিরোভাগে উপস্থিত হইয়া সুমিত্রার বেশে শিয়রে উপবেশন পূর্ব্বক স্বপ্ন প্রদর্শন)।

লক্ষ্মণ। (সচকিতে গাত্রোত্থান করিয়া উপবিষ্ট)।

স্বপ্নদেবী। (তথা হইতে অন্তর্হিত)।

লক্ষ্মণ। হায়! হায়! জননি! একবার দেখা দিয়ে কোথা গেলে, আহা! যখন বনাগমনার্থ তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করি, তখন কত যে কেঁদেছিলে! হায় মা! আর কি তোমার চরণ দর্শন কর্‌তে পাবো, (রামচন্দ্রের নিকট গমন এবং তাঁহাকে প্রণাম ও স্বপ্ন বিবরণ নিবেদন করিয়া) প্রভো! এখন কি আজ্ঞা হয়?

রাম। (বিভীষণের প্রতি) মিত্রবর! কি বল?

বিভীষণ। সখে! সে বনে চণ্ডী দেবীর মন্দির আছে, সত্য বটে; কিন্তু, সে অতি দুর্গম ভয়ঙ্কর স্থান, শুনেছি স্বয়ম্ভু স্বয়ং ত্রিশূল হস্তে তথায় দ্বারপাল হইয়া আছেন, কেবল রাবণই তাঁহাকে কখন কখন পূজা করিয়া থাকে। লক্ষ্মণ সাহস করে সে খানে গিয়ে তাঁর পূজা করে যদি আস্‌তে পারেন, তা হলে, নিশ্চয়ই মেঘনাদকে বধ কর্‌তে পার্‌বেন।

লক্ষ্মণ। রামচন্দ্র অনুমতি করিলে, আজ্ঞাধীন লক্ষ্মণ এ পৃথিবীতে কোন কর্ম্মেই বিরত বা ভীত হয় না।

রাম। বৎস! আমার জন্য যে তুমি কত কষ্টই সহ্য করিয়াছ, তাহা স্মরণ হইলে, আর তোমাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু কি করি, দৈবের নির্ব্বন্ধ কে লঙ্ঘন কর্‌তে পারে? আর ধর্ম্ম বলের কাছে কোন বলই নাই, অতি সাবধানে যাও, দেবতারা সকলে তোমাকে রক্ষা করুন।

লক্ষ্মণ। (প্রণামানন্তর) প্রভো! আশীর্ব্বাদ করুন যেন এ দাস কৃতকার্য্য হইতে পারে।

(নেপথ্যে সাম্প্রদায়িক বাদ্য)।

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

লঙ্কাপুরী—উত্তর দ্বারে নিবিড় বন মধ্যে চণ্ডীদেবীর সুবর্ণ মন্দির, ভৈরববেশে ত্রিশূলহস্তে মহাদেবের ইতস্ততঃ ভ্রমণ।

যবনিকা উত্তোলন।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। (বন প্রবেশের প্রথমেই ভৈরবকে দর্শন করিয়া) হে চন্দ্র-চূড়! রঘুবংশাবতংস দশরথের পুত্র লক্ষ্মণ প্রণাম করিতেছে, (অষ্টাঙ্গে প্রণাম পরে দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে) আমি জগজ্জননী চণ্ডীদেবীর পূজা করিব, এই মানস করিয়া আসিয়াছি, পথ ছাড়িয়া দিউন অথবা যুদ্ধ করুন। রাবণ অধর্ম্মাচারী, যদি তার পক্ষ হয়েন, তবে (অসি নিষ্কোষ করিয়া) আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া তোমাকে রণে আহ্বান করলাম, ধর্ম্ম যদি সত্য হয়, তা হলে, আমি অবশ্যই জয়ী হইব।

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিঁট—তাল এক তালা।

হে স্মর হর ! দিগম্বর ! চন্দ্র-শেখর-শোভন !।
দশরথাত্মজ, হে বৃষধ্বজ ! পূজে ভব ! তব চরণ॥
হে হে মহেশ্বর ! মহাকালেশ্বর,
ত্রিপুর-নাশ-কারণ !।
জননী-চরণ পূজিতে মনন,
ওহে ও ভূত-ভাবন !॥
প্রভু ! ছাড় পথ, ওহে বিশ্বনাথ !
ভৈরব ! ভীম ! ভীষণ !।
নতু দেহি রণ, ওহে দেহি রণ,
ঈশ্বর ! ঈশ ! ঈশান !॥
হে হে ত্রিপুরারি ! ত্রিপুরান্তকারী !
হে ত্র্যম্বক ! ত্রিলোচন !।
পাপী রক্ষপতি, তার পক্ষ যদি,
দেহি রণ ত্রিনয়ন !॥
ধর্ম্মে করি সাক্ষ, হে হে বিরূপাক্ষ !
শমরে করি আহ্বান !।
ধর্ম্ম সত্য যদি, হে হে পশুপতি !
ওহে পতিত-পাবন !॥

অবশ্য জিনিব, ওহে ও ভৈরব!
শশাঙ্ক-ভাল-শোভন!।
ওহে হেমকেশ! মোক্ষদ! মহেশ!
শূলি! ত্রিপুর-সূদন!॥

মহাদেব। ধন্য সাহস তোর, লক্ষ্মণ! ভগবতী যখন আজ তোর প্রতি সুপ্রসন্না, তখন আমি কি তোর পথ রোধ কর্‌তে পারি? তুই যাআ্আ, পথ ছেড়ে দিলাম।

(সাহস-পরীক্ষার্থ লক্ষ্মণকে চণ্ডীর সিংহ-রূপে ভয় প্রদর্শন।)

লক্ষ্মণ। (স্বগত) ইস্! এ আবার কি, এ যে দেখ্‌চি বিকটাকার একটা সিংহ (অসি দ্বারা প্রহারোদ্যত ও সিংহ অদৃশ্য) কি বিপদ্! এ মায়াময় লঙ্কার মায়া বুঝে উঠা ভার।

(লক্ষ্মণকে মোহিত করিবার মানসে জগন্মোহিনী চণ্ডীর সুর-সুন্দরীগণ প্রেরণ।)

সুন্দরীগণ। (স্বাগত প্রশ্নে) ওহে ও রঘুকুলচূড়ামণি! আমরা ত্রিদিব-নিবাসিনী, চির-যৌবনা, অমর-

নন্দিনী নন্দন-কাননে সুবর্ণ-ভবনে বাস করি, অমৃত পান করি। আমরা সকলে তোমাকে পতিত্বে বরণ করিলাম, চল, আমাদের সঙ্গে স্বর্গে চল।

লক্ষ্মণ। হে সুর-সুন্দরীগণ! আমার মানব-কুলে জন্ম, সুতরাং আপনাদিগকে মাতা স্বরূপ মান্য করিয়া থাকি, অতএব আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া সীতাদেবীকে উদ্ধার করিতে পারি।

সুন্দরীগণ। হে রঘুকুলতিলক! দাশরথি! লক্ষ্মণ! তোমার যেরূপ অধ্যবসায় দেখিতেছি, তাহাতে শীঘ্রই মানস পূর্ণ হইবেক (সকলে অদৃশ্য)।

লক্ষ্মণ। (মন্দির সমীপে উপস্থিত হইয়া সরোবরে স্নান ও নীল পদ্ম চয়নপূর্ব্বক মন্দিরে প্রবেশিয়া পূজা সমাপনান্তে করযোড়ে) হে বরদে! আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, মা! তোমার প্রসাদে এ দাস যেন মেঘনাদকে বধ কর্‌তে পারে।

(দৈব বাণী।)

রে সুমিত্রানন্দন! দেব দেবী সকলেই তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন, দেবরাজ যে সকল অস্ত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিয়া বিভীষণকে

সমভিব্যাহারে লইয়া নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে গমন কর ও হঠাৎ মেঘনাদকে আক্রমণ করিয়া অস্ত্রা-ঘাতে তাকে শমন-সদনে পাঠাও।

আমি মহামায়া, আমার বরে, তোমরা দুজনে অদৃশ্য ভাবে রক্ষঃ-পুরে প্রবেশ করিতে পারিবে, আমি মায়া-জাল বিস্তার করিয়া তোমা-দের উভয়কে রক্ষা করিব। লক্ষ্মণ! তোমার কোন চিন্তা নাই, শীঘ্র গমন কর—(নেপথ্যে সাম্প্রদায়িক বাদ্য)।

যবনিকা পতন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

লঙ্কা—রাবণের অন্তঃপুরী শিবমন্দির।

যবনিকা উত্তোলন।

(পুষ্প, নৈবেদ্য লইয়া সহচরী সঙ্গে বারি-পাত্র হস্তে মন্দোদরীর মন্দিরে প্রবেশ।)

মন্দোদরী। সখি! ত্রিজটে! আমি পূজায় বসি, তুমি দ্বারে দণ্ডায়মান থাক, যেন কেহ মধ্যে না আইসে।

ত্রিজটা। মহিষি! রাজা আসিলেও আপনকার বিনা অনুমতিতে সাক্ষাৎ করিতে পাইবেন না (মন্দির-দ্বারে দণ্ডায়মান)।

(প্রমীলা সহ মেঘনাদ আগত।)

মেঘনাদ। অয়ি ত্রিজটে! তুমি জননীকে সমাচার দাও, যে আমি তাঁহার চরণযুগল পূজা করিয়া, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে গমন করিব।

ত্রিজটা। যুবরাজ! রাজ-মহিষী তোমারি মঙ্গলের জন্য অনাহারে শিব পূজা করেন, তোমরা এই খানে

কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা কর, আমি তাঁহাকে তোমাদিগের আগমন জানাইয়া আসি (মন্দির মধ্যে গমন কিঞ্চিৎ কাল পরে তথা হইতে বহির্গমন) অনুমতি। হাঁ, তাঁহার পাইয়াছি, মধ্যে গমন কর।

মেঘনাদ। (যাইয়া প্রণাম তৎপরে) জননি! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করে রক্ষোরিপু রামদিগকে বধ করতে পারি।

মন্দোদরী। বৎস! দুরন্ত সীতাকান্ত ও দুর্দ্দান্ত লক্ষ্মণের সঙ্গে রণ করিতে তোমাকে কেমন করে অনুমতি দিই, মায়াবী রাম সামান্য নহে, শুনেছি. দেবতারা তার সহায় আছে, আর তাহার কথায় অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, প্রস্তরও জলে ভাসে।

গীত।

রাগিণী আলিয়া—তাল আড়া ঠেকা।

কেমনে দিব বিদায়, তুই রে অঞ্চল নিধি
না জানি কি ভাগ্যে মম, লিখেছে দারুণ বিধি॥

শুনেছি সে আদেশিলে, জলেতে ভাসয়ে শিলে,
নতুবা কেন শৃঙ্খলে, আবদ্ধ হবে জলধি।
রণে দুরন্ত রাঘব, সে যে মায়াবী মানব,
কেমনে বিদায় দিব, তাই বাছা রে নিষেধি॥

মেঘনাদ। জননি! বাধা দিও না, পিতা অনুমতি দিয়াছেন, এখন আপনি অনুমতি করিলেই, আমি অনায়াসে সেই রাম লক্ষ্মণকে বধ করে আসি।

মন্দোদরী। বাছা! একান্তই যদি যাবে, তবে মহাদেবের নিকট এই প্রার্থনা করি, যেন তিনি তোমাকে এ সময়ে রক্ষা করেন। বাছা! তোমাকে বিদায় দিয়ে আমি নয়নের তারা হারা হয়ে থাকলাম (সজল নয়নে প্রমীলার প্রতি) মা! তুমি আমার কাছে থাক, তবু তোমাকে দেখে আমার মন অনেক সুস্থির থাকবে (নেপথ্যে সম্প্রদায়িক বাদ্য)।

যবনিকা পতন।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

(প্রথম গর্ভাঙ্ক।)

লঙ্কাপুরীর বহির্ভাগে শিবির মধ্যে রামচন্দ্র ও বিভীষণ আসীন।

যবনিকা উত্তোলন।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। (রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া) দেব! আপনার আশীর্ব্বাদে আমি চণ্ডীদেবীর পূজায় কৃতকার্য্য হইয়াছি, এখন অনুমতি করুন, বীরবর বিভীষণকে সমভিব্যাহারে লইয়া, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশিয়া রাক্ষসকুল-গৌরব মেঘনাদকে বধ করিয়া আসি।

রাম। প্রাণাধিক-প্রিয়তম! লক্ষ্মণ! তোমাকে, সেই শমন-সম শত্রু-সমরে, আমি কোন ক্রমেই পাঠাতে পারবো না। চল, ভাই! আমরা বনে যাই, আর সীতার উদ্ধারে কায নাই।

লক্ষ্মণ। হে রঘুনাথ! আপনি আজ এত ভীত হচ্চেন কেন, যে জন দৈব-বলে বলী, ত্রিভুবণে তার ভয় কাকে? ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ সকলেই আপনার সহায় এবং মহাদেব স্বয়ং আপনকার পক্ষ ও ভগবতী আপনার উপর সুপ্রসন্না আছেন, তবে কেন প্রভো! আজ দেবাদেশ অবহেলা করেন? অনুমতি করুন, আমি ত্বরায় ইন্দ্রজিতের নিধন সাধন করিয়া এই শ্রীচরণ সন্নিধানে প্রত্যাগমন করি।

বিভীষণ। (রামচন্দ্রের প্রতি) সখে! সত্য, মেঘনাদকে দেবতারাও ভয় করেন, জগতে সে অজেয়, কিন্তু তা বলে, আজ আর আমাদের তাকে ভয় করিবার কোন কারণ দেখি নাই, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন, রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী আমার শিয়রে বসিয়া বলিতেছেন, "বৎস বিভীষণ! তোর ভাই মদমত্ত হইয়াছে, অতএব কি সুখে আমি আর এ পাপ সংসারে থাকিব? কিন্তু বাছা! তোর পূর্ব্ব কর্ম্ম ফলে দেবতারা তোর উপর সদয় হইয়াছেন, তাই আমি তোকে রাক্ষস-রাজ্যে অভিষেক করিলাম, তুই সত্বর রাজ দণ্ড সহিত রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হবি। কাল লক্ষ্মণ, তোর ভ্রাতৃ-পুত্র মেঘনাদকে বধ করিবে, [illegible] তুই তার সহায়

ছবি, দেখিস্ বৎস! দেব আজ্ঞা সযত্নে পালন করিস্”। সখে! এমন সময়ে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, আর আমি মাকে দেখিতে পাইলাম না। এক্ষণে আপনি আজ্ঞা করুন, যে আমরা যাত্রা করি, অবশ্যই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবেক।

রাম। (বিভীষণের প্রতি) সখে! বিভীষণ! তুমি যা বলিতেছ সকলি সত্য, কিন্তু পূর্ব্বের কথা স্মরণ হইলে, আমার প্রাণ কেঁদে উঠে। আমি পিতৃ-সত্য পালন জন্য রাজ্য-সুখ-ভোগ ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু প্রাণাধিক লক্ষ্মণ কেবলমাত্র ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে স্ব ইচ্ছায় সকল সুখ ত্যাগ করিয়াছে। হায়! হায়! লক্ষ্মণ যখন ছায়ার মত আমার সঙ্গে বন-গমনে প্রস্তুত হইল, তখন মাতা সুমিত্রা সাশ্রু নয়নে বলিয়াছিলেন “বাছা রাম! তুই কি কুহক-বলে আমার লক্ষ্মণকে যে ভুলাইলি, তা আমি জানি না। যাহা হৌক, আমার অঞ্চলের নিধি লক্ষ্মণকে তোর হাতে সঁপে দিলাম, দেখিস্ বাছা! আমার এই একমাত্র অমূল্য রত্নটি যত্নে রাখিস্, তোর কাছে আমার এই ভিক্ষা”। অতএব হে মিত্রবর! আমি কেমন করে, এই বালক লক্ষ্মণকে সেই শমন সম শত্রু মেঘনাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাই, বল দেখি।

(দৈববাণী।)

হে দেব-প্রিয়! রামচন্দ্র! দেব-বাক্যে সন্দেহ করা কি তোমার উচিত? দেখ! দেখ! শূন্যে চেয়ে দেখ। (শূন্যে ময়ূর-ভুজঙ্গে যুদ্ধ এবং মৃত ময়ূরের ভূমে পতন)।

বিভীষণ। সখে! এই যে অদ্ভুত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিতেছেন, ইহার তাৎপর্য্য মনে ভেবে দেখুন দেখি। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, ঠাকুর লক্ষ্মণ আজ মেঘনাদকে বধ করিবেন।

রাম। তবে এস প্রাণাধিক লক্ষ্মণ! তোমাকে স্বহস্তে দেব অস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া দিই (লক্ষ্মণকে সুসজ্জিত করণানন্তর ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া করযোড়ে) হে অম্বিকে! তোমার চরণে এ দাস এই ভিক্ষা করিতেছে, মা! তুমি প্রাণাধিক প্রিয়তম বালক লক্ষ্মণকে এ সময়ে রক্ষা করো। (বিভীষণের প্রতি) সখে! দেখ, আমি ভিখারী রাম, আমার অমূল্য রত্নটি আজ তোমাকে অর্পণ করিলাম, আমার মরণ জীবন আজ তোমার হাতে আর অধিক কি বলিব?

বিভীষণ। সখে! তুমি দেবতাপ্রিয়, তোমার কোন চিন্তা নাই—(নেপথ্যে সাম্প্রদায়িক বাদ্য)।

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার, মেঘনাদ আহুতি দানে উপবিষ্ট।

যবনিকা উত্তোলন।

(পশ্চাতে বিভীষণ ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। (মেঘনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান।)

মেঘনাদ। (অস্ত্রের ঝণ ঝণ শব্দে সচকিতে চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া লক্ষ্মণকে সম্মুখে দর্শন করত ইষ্ট-দেব-বোধে প্রণতভাবে) হে বিভাবসো! এ দাস আজ অতি শুভ ক্ষণে আপনার পূজা করেছে, তাই আপনার ঐ চরণ স্পর্শে লঙ্কাপুরী পবিত্র হলো, কিন্তু দেব! কি জন্য আমার শত্রু লক্ষ্মণের বেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

লক্ষ্মণ। (সদর্পে) মেঘনাদ! আমি লক্ষ্মণ-বেশ-ধারী বিভাবসু নহি, কিন্তু বাস্তবিকই লক্ষ্মণ, তোমাকে বধ কর্‌তে এসেছি।

মেঘনাদ। হে দেব! এ দাসকে আর কেন ছলনা করেন,

শত শত অস্ত্রপাণি ভীম রাক্ষস দ্বারা নগর দ্বার সুরক্ষিত আছে, বলুন দেখি, কোন্ মায়াবলে নর লক্ষ্মণ তাদের হাত ছাড়্যে আস্‌বে? বিশেষতঃ লক্ষ্মণ কিছু নিরাকার নয়, এমন কি মন্ত্রই বা জানে! যে, এ যজ্ঞাগার প্রবেশ কর্‌বে? ঐ দেখুন, এখনও দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে।

লক্ষ্মণ। রে মূঢ়! তুই এখনও বুঝ্‌তে পাচ্চিস্ নে যে, আমি তোর কৃতান্ত, আর জানিস্ নে কি? যে, ক্ষীণায়ুঃ জনকে মাটি ফুঁড়ে সর্পে দংশন করে, রে পাপিষ্ঠ! তুই দেববলে বলী হয়ে দেবতাকেই অবহেলা করিস্, রে দুর্ম্মতে! আমি আজ দেবাদেশে তোকে রণে আহ্বান কচ্চি (অসি-নিষ্কাশন।)

মেঘনাদ। তুমি যদি যথার্থই রামানুজ লক্ষ্মণ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমার সমর লালসা পূরণ করিব, দশানন-পুত্র ইন্দ্রজিৎ রণ-রঙ্গে কখন কি বিরত হয়? কিন্তু তুমি বীর-কুল-প্রথানুসারে প্রথমতঃ আতিথ্য গ্রহণ কর, পরে আমি রণ-সজ্জা করিয়া তোমার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। নিরস্ত্র শত্রুকে আঘাত করা যে বীরাচার বিরুদ্ধ, বোধ হয়, তোমার অবিদিত নাই, যেহেতু তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ।

লক্ষ্মণ। রে মূঢ়! জালের মধ্যে ব্যাঘ্রকে পেলে, ব্যাধ কি তাকে ছেড়ে দেয়? ছলে, বলে, কৌশলে, অথবা যে কোন প্রকারেই হৌক, শত্রুকে বধ কর্‌বেই কর্‌বে, বিশেষতঃ তুই অধর্ম্মাচারী রাক্ষস, তোর সঙ্গে আবার ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালন কর্‌বো কি?

মেঘনাদ। (সরোষে) ও রে নির্লজ্জ, পামর, ক্ষত্রিয়-কুলাঙ্গার! তোকে শত শত ধিক্, অদ্য অবধি বীর-সমাজে তোর নাম শুন্‌লে কাণে হাত দেবে। তুই তস্করের বেশে এসে, এখানে যেমন প্রবেশ করেছিস্ তার উচিত দণ্ড দিয়ে এখনি তোকে নিরস্ত কর্‌বো (পূজার কোষা উত্তোলন-পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে প্রহার ও লক্ষ্মণের ভূমিতলে পতন।)

মেঘনাদ। (লক্ষ্মণ হস্ত স্থিত অসি গ্রহণে চেষ্টা ও তাহাতে অপারক হইয়া, সাভিমানে দ্বারের দিকে দৃষ্টি করত বিভীষণকে দেখিয়া সবিস্ময়ে) বিভীষণ রণে! এত ক্ষণে জান্‌লাম লক্ষ্মণ কি প্রকারে এ রাক্ষসপুরে প্রবেশ করেছে। হায় তাত! আপনি লঙ্কেশ্বরের সহোদর হয়ে, আপনার কি এই উচিত কর্ম্ম? যা হবার তা হয়েছে, এক্ষণে দ্বার ছেড়ে দিন, অস্ত্রাগার হতে অস্ত্র আনয়ন করে লক্ষ্মণ[illegible]সদনে প্রেরণ করি।

বিভীষণ। বৃথা এ অনুরোধ মেঘনাদ! আমি রামচন্দ্রের দাস হয়ে কি তাঁর অহিত কর্‌তে পারি?

মেঘনাদ। ছি ছি তাত! ক্যামন করে আপনি এ কথা মুখে আন্‌লেন? একবার ভেবে দেখুন দেখি, আপনি কে? কোন্ মহাকুলে আপনার জন্ম? আর সেই অধম রামই বা কে? আপনি রাঘবের দাস এ কথা শুনে যে আমার এখনি মর্‌তে ইচ্ছা হচ্চে। ভাল, রাম আপনার মিত্র এবং আমি যেন আপনার শত্রুই হলাম, কিন্তু বলুন দেখি, কোন্ যোদ্ধা অস্ত্রহীন ব্যক্তিকে সংগ্রামে আহ্বান করে? এই কি মহারথীর প্রথা? লঙ্কাপুরে এমন কোন শিশু আছে? যে একথা শুনে না হাস্‌বে।

বিভীষণ। (সলজ্জভাবে) আমাকে এ সকল কথা বৃথা বল্‌চো মেঘনাদ! রাজার দোষে আজ লঙ্কার এ দুর্দ্দশা।

মেঘনাদ। (সবিষাদে) হে রক্ষো-রাজানুজ্! এ জগতে সকলে আপনাকে ধার্ম্মিক বলে জানে, তবে বলুন দেখি, আজ কোন্ ধর্ম্ম মতে ভ্রাতৃ-স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়ে, এ জ্ঞাতিত্ব সাধ্‌চেন্? হায়! আপনাকে এ গঞ্জনা দেওয়া বৃথা, আপনি মহৎ হইয়াও নীচ-সঙ্গ [illegible]চ-স্বভাব প্রাপ্ত হই[illegible]ন।

লক্ষ্মণ। (সচেতন হইয়া অসি উত্তোলনপূর্ব্বক) রে পামর! এই তোরে যমালয়ে পাঠাই (অসি প্রহার, মেঘনাদ কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমে নিপতিত)

(নেপথ্যে সাম্প্রদায়িক বাদ্য।)

যবনিকা পতন।

পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

(প্রথম গর্ভাঙ্ক।)

(কৈলাস শিখরে মহাদেব ও পার্ব্বতীর কথোপকথন।)

মহাদেব। দেবি! তোমার মনোরথ পূর্ণ হয়েছে, মহামায়ার কৌশলে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করেছে। আহা! রাবণ আমার পরম ভক্ত, তাকে আমি যদি এখন রুদ্র-তেজঃ-প্রদানে রক্ষা না করি, তা হলে, সে মেঘনাদের মৃত্যু সংবাদ পাইবামাত্রই প্রাণত্যাগ যে কর্‌বে তাহার কোন সন্দেহ নাই। তোমার অনুরোধে দেবরাজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলাম, এখন যদি বল, তবে রাবণকে তুষ্ট করি।

ভগবতী। নাথ! তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, কিন্তু রামচন্দ্র যে এ দাসীর একজন পরম ভক্ত, এ কথাটী যেন মনে থাকে।

মহাদেব। [illegible]! বীরভদ্র! তুমি [illegible] গমন করে

রাজদূতের বেশে দশাননকে এই সংবাদ দাও, যে লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক যজ্ঞাগারে মেঘনাদ হত হইয়াছে, কিন্তু অগ্রে রুদ্রতেজে তার শরীর পরিপূর্ণ করো, নতুবা সে মেঘনাদের শোক সম্বরণ করিতে পারিবে না।

লঙ্কাপুরী—রাজ সভা, রাবণ সিংহাসনে আসীন।

যবনিকা উত্তোলন।

(দূতবেশে বীরভদ্রের প্রবেশ।)

বীরভদ্র। মহারাজ! প্রণাম হই (দণ্ডবৎ ভূমে পতন।)

রাবণ। হে দূত! আজ তোমার বিরস বদন দেখে বোধ হচ্চে যেন কোন অমঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণ করাবে, বল দেখি কি সমাচার এনেছ?

বীরভদ্র। (করযোড়ে) আজ্ঞা, এমন কোন বিশেষ সমাচার নাই।

রাবণ। ওহে দূত! যা কিছু আছে, বল

বীরভদ্র। মহারা[illegible] রাজকুমার যজ্ঞাগারে—(মৌনাবলম্বন) [illegible]

রাবণ। [illegible] মেঘনাদ যজ্ঞাগারে কি?

বীরভদ্র। লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিয়া কহিতে লাগিলেন যে, রে বীরকুলাঙ্গার! সুমিত্রানন্দন! লক্ষ্মণ! তোরে ধিক্, জানিস্ আমি রাবণের পুত্র মেঘনাদ শমনকেও ভয় করি না, কিন্তু মনে বড় খেদ রৈল যে, দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করে অবশেষে কি না তোর হাতে আমার পরাজয়। (সকাতরে) হা তাত! হা মাতঃ! এত দিনের পর তোমরা তোমাদের মেঘনাদকে আর দেখিতে পাইবে না, হা প্রাণেশ্বরী প্রমীলে! এত দিনে তুমি তোমার প্রিয়তম ধনে একবারে বঞ্চিত হইলে।

রাবণ। রে দূত! তার পর? তার পর?

বীরভদ্র। তার পর।

খড়্গাঘাতে মেঘনাদ পড়িল ভূতলে।
লঙ্কা-কমলিনী-রবি গেল অস্তাচলে॥
বহিল রুধির-ধারা কল কল রবে।
সহসা পূরিল বিশ্ব ভৈরব আরবে॥
কহিল বীর কেশরী পরুষ বচনে।
রাবণ-নন্দন আমি, না ডরি শমনে॥
কিন্তু মনে খেদ বড় রহিল লক্ষ্মণ!।
তোর হাতে ইন্দ্রজিৎ [illegible] জীবন॥
বিধির লিখন, হায়! কে [illegible] পারে।
শৃগালে মারিল সিংহ [illegible]

বহিল নয়ন-জল রুধির সহিত।
প্রমীলার দুঃখ ভাবি হইল ব্যথিত ॥
কহিল বিষাদে বীর, হায় গো জননি ! ।
কত যে কাঁদিবে তুমি দিবস রজনী ॥
মরিয়াছে মেঘনাদ শুনিবে যখন।
কে বুঝাবে, কি বলিয়া, হায় ! গো তখন ॥
জনক জননী পদে করিল প্রণাম।
স্মরিল অন্তিমে বীর ইষ্ট দেব নাম ॥

রাবণ। (উচ্চৈঃস্বরে) হা বৎস ! মেঘনাদ ! (মূর্চ্ছিত)।

(নেপথ্যে সাম্প্রদায়িক বাদ্য।)

যবনিকা পতন

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাত্র, মিত্র, অমাত্য ও অনুচরবর্গ সহ রাবণ মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধানার্থ যজ্ঞাগারে উপস্থিত।

যবনিকা উত্তোলন।

রাবণ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) বিধির লিখন কে খণ্ডাতে পারে বল ? আমার ভাগ্য দোষে কৃতান্তও কি নিতান্ত আমার প্রতি বাম হইয়াছে? যাহা হউক, আর বৃথা আক্ষেপে প্রয়োজন নাই, সারণ ! তুমি বীরবর রামচন্দ্রের নিকট যাইয়া বল যে, আমি তাঁহার নিকট এই ভিক্ষা চাই যে, তিনি এক সপ্তাহ কাল যেন বৈরিভাব ত্যাগ করিয়া সসৈন্যে মিত্র ভাবে এখানে অবস্থিতি করেন, আমি পুত্রের সৎক্রিয়া যথাবিধি সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করি।

সারণ। যে আজ্ঞা মহারাজ ! ([illegible]থা হইতে প্রস্থান ও কিঞ্চিৎ কাল পরে প্রত্যা[illegible]রিয়া) মহারাজ ! আমি প্রণামানন্তর তাঁহা[illegible]দন করিলাম

যে, হে নরোত্তম! রক্ষঃকুলনিধি রাবণ স্বজাতীয় প্রথা অনুসারে পুত্র মেঘনাদের শবদাহাদি ক্রিয়া কলাপ সুচারু রূপে সমাধা করিবেন, অতএব আপনার নিকট তাঁহার এই প্রার্থনা যে, আপনি সসৈন্যে এক সপ্তাহ কাল বৈরিভাব পরিত্যাগ করত এখানে অবস্থিতি করিয়া বীর ধর্ম্ম পালন করেন।

রাবণ। তার পর?

সারণ। তার পর রামচন্দ্র আমাকে কহিলেন যে, হে মন্ত্রিবর! তুমি লঙ্কাপুরে প্রতিগমন করিয়া লঙ্কেশ্বরকে বল গে যে, আমি এক সপ্তাহ সসৈন্যে বৈরিভাব ত্যাগ করিয়া এখানে অবস্থিতি করিলাম, তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ অস্ত্র ধারণ বা কোন অত্যাচার করিবে না।

(আম্র-পল্লব-ধারিণী শঙ্খ-ধ্বনি-কারিণী কুলবধূ-
দিগকে সঙ্গে লইয়া গলে জবাকুসুম-মালা,
সীমন্তে সিন্দূর, রক্ত-বস্ত্র-পরিবৃতা
প্রমীলার প্রবেশ।)

প্রমীলা। সখি বাসন্তিকে! এত দিনে আমার জীবন-লীলা [illegible], জনক জননীর পদে আমার

প্রণাম জানাইয়া বলিও যে, এ দাসীর ভাগ্যে বিধাতা যাহা লিখিয়াছিলেন, এত দিনে তাহা পূর্ণ হইল, তাঁহারা যাঁহার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহারি সহগামিনী হইলাম। অবলার পতি ভিন্ন আর কোন গতি নাই।

গীত।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

ফুরাল জীবন-লীলা, প্রমীলার এত দিনে।
বলো সখি! জননীরে আর পিতার চরণে॥

বিধি যা লিখেছে ভালে, পূর্ণ হলো পূর্ণকালে,
প্রাণপতি কাল-কবলে,
কি ফল বল জীবনে!
পিতা মাতা যাঁর করে, সঁপে ছিলেন এ দাসীরে,
চলিলাম তাঁর চরণ ধরে,
চির সাধ যা সতীর মনে।
পতি বিনা অবলার ধরাতে কি আছে আর,
তুলনা দিতে তাঁহার,
নাহি কিছু ত্রিভুবনে॥

রাবণ। (প্রমীলার দিকে অগ্রসর হইয়া কাতর স্বরে) হা পুত্র মেঘনাদ! মনে বড় আশা ছিল, তোমাকে রাজ-সিংহাসন দিয়া আমি তোমার সম্মুখে প্রাণ ত্যাগ কর্‌বো, কিন্তু নিদারুণ বিধাতা আজ আমাকে সে সুখে বঞ্চিত কর্‌লেন! কোথায় প্রমীলা বধূকে রাজ-সিংহাসনে মেঘনাদের বামে বসিতে দেখে চক্ষুর সার্থকতা লাভ কর্‌বো, না কোথায় আজ সেই সোণার প্রতিমাকে মেঘ-নাদের সঙ্গে বিসর্জ্জন দিয়া, হায়! আজ আমি ক্যামন করে সেই শূন্য গৃহে প্রবেশ কর্‌বো! হায়! আমি এত দিন যে ভক্তি সহকারে শিব পূজা করে ছিলাম, তার্ কি এই ফল হলো! হায়! আমি রাণী মন্দোদরীকে কি বলে সান্ত্বনা কর্‌বো!

রাবণের শোক-সূচক সংগীত।

রাগিণী বিভাস—তাল আড়াঠেকা।

আশা ছিল, মেঘনাদ! বসাইব সিংহাসনে।
ত্যজিব অন্তিমে তনু, দেখি ও চন্দ্র বদনে॥
সোণার প্রতিমা সম, পুত্রবধূ নিরুপম,
জীব তুল্য তাহে মম,
ত্যজিব তারে কেমনে।
শিব পূজার এই ফল, মম কপালে ফলিল,
হায় রে কেমনে বল,
যাব শূন্য নিকেতনে।
হায় রে! আমার কেন, এ দেহে আছে জীবন?
বুঝি, হৃদয় পাষাণ,
বিদরে বল ক্যামনে॥

রাবণের বিলাপ।

হায় রে! কনক লঙ্কা বীরশূন্য হলো।
রাবণ নির্ব্বংশ হায়! মেঘনাদ মলো॥

ইন্দ্রজিৎ হত, রণে বাঁচিবে কে আর।
শোক ভয়ে পরিপূর্ণ হৃদয় সবার॥

কহিল রাবণ তবে শোকেতে বিকল।
হায় রে, আপন দোষে নাশিনু সকল॥

জানিলাম এত দিনে সকলি বিফল।
সকলি বিফল, হায়! সকলি বিফল॥

আশা ছিল পুত্র, পুত্র-বধূ দুই জনে।
বসাব সানন্দ মনে রাজ-সিংহাসনে॥

সকলি বিফল, হায়! সকলি বিফল।
দৈব বল কাছে আর নাহি কোন বল॥

এ হেন রাবণ আজি পরাজিত রণে।
খণ্ডিবারে কে বা পারে বিধির লিখনে॥

বানরে কনক লঙ্কা করে ছার খার।
শোকে পূর্ণ এবে হায়! সুখের আগার॥

সকলি বিফল, হায়! সকলি বিফল।
লঙ্কার গৌরব-রবি গেল অস্তাচল ॥

যবনিকা পতন।

ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত।

সম্পূর্ণ।

Publised and sold by the Harmonial Library
No. 324 Chitpore Road, Calcutta.